মৃদঙ্গ-প্রবেশিকা।

বা

(পাখোয়াজ শিক্ষা)।

কলিকাতা, ভারত সঙ্গীত সমাজের ভূতপূর্ব্ব সঙ্গৎ অধ্যাপক ও বাদন শিক্ষক

শ্রীপ্রসন্নকুমার সাহা বণিক্ কর্ত্তৃক প্রণীত।

২৪নং যোগীনগর, ঢাকা।

প্রথম সংস্করণ।

১৩২[illegible] সন।
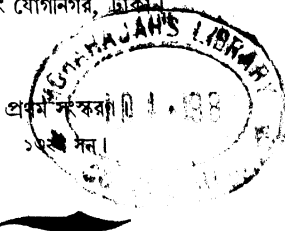
ঢাকা, বনগ্রাম রোড্—সন্তোষ প্রেস হইতে

শ্রীমদনমোহন দে সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ১৲ একটাকা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

উৎসর্গ পত্র।

স্বস্তি

অশেষ গুণসম্পন্ন কলাবিদ্যা বিশারদ স্বাধীন ত্রিপুরাধীশ্বর পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বীরেন্দ্রকিশোর মানিক্য বাহাদুরের শ্রী শ্রীচরণসরসিজে।

রাজন্

স্বাধীন ত্রিপুররাজ্য কলাবিদ্যার কেন্দ্রস্থল এই ভারত বিখ্যাত প্রবাদ বাণী আবাহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বিশেষতঃ শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজ মানিক্য বাহাদুর স্বয়ং কলাবিদ্যা চিত্রবিদ্যা ও সঙ্গীৎ বিদ্যায় বিশারদ। এই নগন্য সেবক বহুকাল হইতে শ্রীশ্রীচরণের আশ্রিত ও প্রতিপালিত। আশ্রিতের এই অকঞ্চিৎকর "মৃদঙ্গ প্রবোশিকা" নামক ক্ষুদ্র পুস্তক খানি, আন্তরিক সুগভির কৃতজ্ঞতার সহিত ভক্তি উপহার স্বরূপ শ্রীশ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিতেছি সেবকের সভক্তি উপহার বলিয়া শ্রীচরণে স্থানদান করিলে আমি সমস্ত শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

চিরাশ্রিত সেবক—

শ্রীপ্রসন্নকুমার সাহাবণিক।

বিজ্ঞাপন।

আমার এই মৃদঙ্গ প্রবেশিকা অধ্যয়নে পাখোয়াজ
বাদনে সুপ্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইবেন
বলিয়া সম্পূর্ণ আশা করি।

যাহারা তবলা তরঙ্গিনীর সাহায্যে তবলা বাদন শিক্ষা করিয়াছেন তাহাদের পক্ষে এই পুস্তকখানি প্রত্যেকেরই আবশ্যক তাহার কারণ এই, যদি কোন ধ্রূপদি গায়ক আসিয়া ধ্রূপদাঙ্গ গান আরম্ভ করেন তখন তবলা ত্যাগ করিয়া বসিতে হইবে, ইহাতে আপনাদের আন্তরিক অত্যন্ত ক্লেশ হইতে পারে অতএব এই অভাব পূরণার্থে এই মৃদঙ্গপ্রবেশিকা সঙ্কলিত হইল যাহাতে শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত পাখোয়াজ বাদন শিক্ষা করিতে পারেন তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদানে ত্রুটি করি নাই।

আমার ওস্তাদ্ স্বর্গীয় বাবু গৌরমোহন বসাক মহাশয় তবলা কি পাখোয়াজে তিনি একজন অতি সুপণ্ডিত ছিলেন আমি এই গুরুর নিকট যাহা উপদেশ পাইয়াছিলাম এস্থলে তাহাই প্রকাশ করিলাম।

মুড়াপাড়া নিবাসী সঙ্গীত বিদ্যানুরাগী বদান্য জমিদার শ্রীযুক্তবাবু কেশবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় আমার সাগরেত তিনি এই পুস্তক প্রনয়ণের সম্পূর্ণ খরচ বহন করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

ধানকোড়াধিপতি জমিদার আমার সাগরেত শ্রীযুক্তবাবু হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী ও ময়মনসিংহ রামগোপালপুরের অধীশ্বর শ্রীযুক্ত রাজা যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত কুমার

হরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ও আসাম গৌরীপুরাধিপতি সঙ্গীত-বিদ্যানুরাগী শ্রীযুক্ত রাজা প্রভাতচন্দ্র বরুয়া বাহাদুর মহোদয় পুস্তকের আগাগোড়া দেখিয়া ও সংশোধন করিয়া ছাপাইতে উৎসাহ দিয়াছেন, তাহাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এই দুরূহ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি।

এইক্ষণ সর্ব্বসাধারণে এই পুস্তকের উপদেশ মতে শিক্ষাদ্বারা উপকৃত হইলে আমার সকল পরিশ্রম সফল মনে করিব।

অবনত

শ্রীপ্রসন্নকুমার সাহা বণিক।

প্রশংসাপত্র।

পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটী, কলিকাতা। ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৮১৬।

ঢাকা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সাহা বণিক্য একদিবস আমার বাটিতে তবলা বাজাইয়াছিলেন, এবং এই সুযোগে আমিও তাহার বাজনা শ্রবণ করিয়াছিলাম। আমি তাহার বাজাইবার সুকৌশল ও নিপুণতা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি ও মোহিত হইয়াছি।

(সহি) শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

১৩ নং গোলক দত্তের গলি, কলিকাতা। ১৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৮১৬।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সাহা বণিক্যের তবলা-শিক্ষা বিষয়ের পুস্তক খানি অতি সহজ ও সুন্দর ভাষায় লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি তিনি "তবলা-তরঙ্গিণী" নামে প্রকাশ করিয়াছেন। যাহাতে এই পুস্তকের ভাব সকলের পক্ষে সহজ বোধগম্য ও স্পষ্ট হয়, তদ্বিষয়ে গ্রন্থকর্ত্তা বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। এই পুস্তকের তবলার বোল শিক্ষার অংশটী অতিশয় সুন্দর ও শিক্ষার্থীদিগের অত্যন্ত উপযুক্ত হইয়াছে। এই নিমিত্ত এই পুস্তকখানি বেঙ্গল মিউজিক স্কুলের তবলা শিক্ষা শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক করা হইয়াছে।

অল্পদিন গত হইল, আমি প্রসন্ন বাবুর বাজনা শ্রবণ করিয়াছিলাম এবং আমি তাহার তবলা বাজনাতে বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি।

(সহি) শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়।

অনারেবল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট—বেঙ্গল মিউজিক স্কুল,
কলিকাতা।

সূচীপত্র।

—:০:—

বাণীর ককারাদি সূচীপত্র।

শ্রী শ্রী৺ গণেশের বোল বন্দনা।

\+
১ ০ ১ ০
| | | | | | | |
ধানে ধুপ্‌লে গণপতি পুজ্‌লে ধুপ্‌লে দিপ্‌লে গণপতি পুজ্‌লে

\+
১ ১ ১
| | | | |
ফের পুজলে ফের পুজলে ফের পুজলে

\+
১ ০ ১ ০ ১
| | | | |
ধা শ্রবনা সুন্দারা নামা গনপৎ জ্ঞেনা নাথ গজ ননম দ্রেগে ধানে

\+
১ ১ ০ ১
| | | |
ধা কেটে তা দিনতা কেরে নাক ত্রেকেট লম্বু দারা একা দাণ্ডা ধা

\+
০ ১ ১ ১ ০
| | | | |
শ্রবনা সুন্দারা নামা গণপৎ জ্ঞেনা নাথ গজ ননম দ্রেগে ধানে ধা

১ ০ ১
| | |
কেটে তা দিনতা কেরে নাক ত্রেকেট লম্বু দারা একা দাণ্ডা ধা

\+
১ ১ ০ ১ ০
| | | | |
শ্রবনা সুন্দারা নামা গণপৎ জ্ঞেনা নাথ গজ ননম দ্রেগে ধানে ধা

\+
১ ১ ১
| | |
কেটে তা দিনতা কেরে নাক ত্রেকেটে লম্বু দারা একা দাণ্ডা | ধা

শ্রীপ্রসন্নকুমার সাহা বণিক্।

১৩২২ সন।

ভূমিকা।

সঙ্গীত বিদ্যা অনন্ত ও অপার। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক দেবতারাও ইহার অন্ত পান নাই। কথিত আছে, দেবাদিদেব মহাদেব সঙ্গীতের সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি এই সঙ্গীত দ্বারা দেবতাদিগকে মোহিত করিয়া ছিলেন, এমন কি স্বয়ং বিষ্ণুও পঞ্চাননের পঞ্চকণ্ঠনিঃসৃত সুমধুর গীত শ্রবণে দ্রবীভূত হইয়াছিলেন; তাহা হইতেই পতিত পাবনী ভগবতী গঙ্গার উৎপত্তি। নারদ প্রভৃতি ঋষিগণ সঙ্গীত দ্বারা প্রস্তর পর্য্যন্ত দ্রব করিতে পারিতেন।

পৃথিবীতে এমন জাতি নাই যাহারা সঙ্গীতের বিশেষ আদর না করিয়া থাকেন। সঙ্গীত সর্ব্বত্র সর্ব্বজাতির মধ্যেই প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে ভারতবর্ষের আর্য্যজাতিই ইহার আস্বাদ সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে সঙ্গীতের যেরূপ উন্নতি সাধন হইয়াছিল, তদ্রূপ আর কুত্রাপি হয় নাই।—কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ঈদৃশ নিরুপম বিদ্যা আদরাভাবে ক্রমে ক্রমে লয় প্রাপ্ত হইতেছে। পশ্চিম প্রদেশে মুসলমানের মধ্যে বর্ত্তমান সময় কিছু কিছু সঙ্গীত চর্চ্চা দেখিতে পাওয়াযায়। কিন্তু বঙ্গদেশে এই মধুর সঙ্গীতের আলোচনা একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমানে অস্মদ্দেশীয় অনেকানেক ভদ্রলোক সঙ্গীতে বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভব করিয়া আগ্রহাতিশয় সহকারে এই পরমা বিদ্যার পুনরুন্নতির যে চেষ্টা করিতেছেন, ইহা অতীব আনন্দের বিষয়।

সঙ্গীত শিক্ষার পক্ষে একটী অসুবিধা এই যে, ইহার উপযোগী পুস্তকাদি নাই। উপযুক্ত শিক্ষকও সকল সময়ে পাওয়া কঠিন। আজকাল যে সমস্ত

পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্বারা শিক্ষার্থিগণের পক্ষে অনেকটা সুবিধা হইয়াছে। তদ্দর্শনে উৎসাহিত হইয়া আমিও তবলা তরঙ্গিনী নামক তবলা বিষয়ক একখানি পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছিলাম। ঐ পুস্তক সর্ব্বত্র আদৃত হওয়াতে মৃদঙ্গ প্রবেশিকা নামক পাখোয়াজ শিক্ষা বিষয়ক এই পুস্তক প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম।

সঙ্গীতের প্রধানতঃ দুইটী অঙ্গ। সুর ও ছন্দ। ষড়জ ঋষভাদি তিন গ্রামস্থ ত্রিসপ্তক সুর-সমূহ এবং তদ্‌ঘটিত গমক মূর্চ্ছনা প্রভৃতিকে নানারূপে সাজাইয়া নানাপ্রকার রাগরাগিনী সাধিত হইয়াছে। এই সকল রাগ-রাগিনীকে নানারূপ ছন্দে গ্রথিত করিয়া নানাবিধ সুর-তাল-সংযুক্ত গানের রচনা করা হইয়াছে।

সঙ্গীতশাস্ত্রে ছন্দকে তাল কহে। রাগরাগিনী যথা ইমন,কল্যান, কেদার। হাম্বির ইত্যাদি। তাল—যথা চৌতাল, ঢিমা তেতালা, সুরফোক্তা প্রভৃতি।

সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিতেরা সঙ্গীতশাস্ত্রের ত্রিবিধ অঙ্গ নির্দ্দেশ করেন, যথা সুর তাল ও নৃত্য।

সুর শব্দের অর্থ—ছন্দ গঠিত, রাগরাগিনী, এবং "তাল" শব্দের অর্থ তবলা পাখোয়াজ প্রভৃতি তালব্যঞ্জক বাদ্য যন্ত্রের সাহায্যে গীতের ছন্দ স্ফুটীকরণ।

বাস্তবিক, বাদ্যযন্ত্রের "তা, দিৎ, থুন্,না," প্রভৃতি মাত্রাবদ্ধ লঘু গুরু ধ্বনিগুলিদ্বারা গীত ছন্দের লঘুগুরু ঝোঁক্, এবং নৃত্যকালীন হস্ত পদাদি অঙ্গ সঞ্চালনের দ্বারা গীতের ভাব এবং ছন্দের ঝোঁক্‌সকল সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ইহাতেই গীতের মাধুর্য্য বাড়ে। এই জন্যই এই তিনটী সঙ্গীতের অঙ্গ।

অস্মদ্দেশে নানাপ্রকার সঙ্গীত প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, মনোহরসাই প্রভৃতি কয়েক প্রকার গানই প্রধান ও বিশেষ

প্রচলিত। এই সকল সঙ্গীতের সহিত সঙ্গত করিবার জন্য নানাপ্রকার বাদ্য যন্ত্রও প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে পাখোয়াজ, তবলা, ঢোলক, খোল প্রভৃতি প্রধান। এক্ষনে পাখোয়াজ শিক্ষাই এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য।

কেহ কেহ বলেন ওস্তাদ ব্যতিরেকে কেবল পুস্তকের সাহায্যে সঙ্গত শিক্ষা হয় না। কিন্তু এই বিষয়ে পাঠকগণের নিকট আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

সঙ্গত শিক্ষার তিনটী অঙ্গ। প্রথমতঃ বাণীগুলি যন্ত্র হইতে রীতিমত প্রকাশ বা বাহির করা, দ্বিতীয়তঃ বোলগুলি লয়মত বাজাইতে অভ্যাস করা, তৃতীয়তঃ ঐ বোলের সাহায্যে সঙ্গত করিতে অর্থাৎ গানের সহিত লয়মত বাজাইতে শিক্ষা করা। তৃতীয়টীই যথার্থ সঙ্গত শিক্ষা। কিন্তু প্রথমটী অভ্যাস না করিলে দ্বিতীয়টী শিক্ষা করা অসম্ভব। ওস্তাদের নিকট শিক্ষা করিতে গেলে তিনিও প্রথমেই বোলগুলি রীতিমত প্রকাশ বা বাহির করিতে উপদেশ দেন। শিক্ষার্থিগণ এইগুলি শিক্ষা করিয়া গায়কের সহিত লয়মত বাজাইতে বাজাইতে নিজেই সঙ্গত শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হয়েন। সঙ্গত শিক্ষা নিজে লাভ করা ভিন্ন ওস্তাদ দিতে পারেনা। আমাদের পুস্তকেরও সেই উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থিগণ এই পুস্তক দৃষ্টে বোলগুলি লয়মত বাজাইতে অভ্যাস করিবেন। পরে যথার্থ সঙ্গত শিক্ষা গায়কের সহিত সঙ্গত করিতে করিতেই হইবে। বোলগুলি আয়ত্ত করিতে ওস্তাদ যাহা শিক্ষা দিবেন এই পুস্তক দ্বারাও তাহাই সাধিত হইবে। শিক্ষার্থিগণ ওস্তাদের সাহায্য ব্যতীত কেবল এই পুস্তক দেখিয়া যাহাতে বোলগুলি লয়মত বাজাইতে শিক্ষা করিতে পারেন তৎসম্বন্ধে সমস্ত উপদেশ অতি সরলভাবে এই পুস্তকেই দেওয়া হইয়াছে।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই পুস্তকের উপদেশাবলি পাঠ করিয়া অধ্যবসায় সহকারে বাদন অভ্যাস করিলে অতি সহজেই সুন্দর শিক্ষা লাভে সমর্থ হওয়া

যাইবে। অধ্যবসায় আবশ্যক। অধ্যবসায়হীন লোককে স্বয়ং ওস্তাদও শিক্ষা দিতে পারেন না।

সুতরাং পাখোয়াজ শিক্ষার্থিগণের নিকট আমার সানুনয় প্রার্থনা, তাঁহারা যদি পাখোয়াজ বাদন রীতিমত শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে বোল বাজাইতে অভ্যাস করিবার পূর্ব্বে পশ্চাল্লিখিত উপদেশগুলি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিবেন। আমরা আশা করি যে, যদি শিক্ষার্থিগণ অধ্যবসায় সহকারে এই উপদেশগুলি রীতিমত অনুসরণ করেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই অতি অল্পদিনের মধ্যে বিশুদ্ধরূপে পাখোয়াজ বাদন শিক্ষা করিতে পারিবেন। ওস্তাদের কিছুমাত্র সাহায্য আবশ্যক হইবেনা।

এই পুস্তকের সাহায্যে শিক্ষার্থিগণ বোলগুলি অভ্যাস করিলে গায়কের সহিত লয়মত সঙ্গত শিক্ষায় প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া এই পুস্তকের নাম "মৃদঙ্গ প্রবেশিকা" রাখা হইল।

এক্ষণে এই পুস্তক পাঠকগণের নিকট আদৃত হইলেই আমাদের শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

গ্রন্থকার।

উপক্রমণিকা।

পুরাণে কথিত আছে যে, যখন দেবাদিদেব মহাদেব ত্রিপুরাসুরকে বধ করিয়া আনন্দে তাণ্ডব নৃত্য করেন, তখন গনেশ মৃদঙ্গদ্বারা নৃত্যের তাল সঙ্গত করেন। ভগবান ব্রহ্মা ত্রিপুরাসুরের রক্তে আর্দ্রীভূত মৃত্তিকাদ্বারা এই মৃদঙ্গ প্রস্তত করেন। ত্রিপুরাসুরের চর্ম্মে ইহার ছাউনী, নাড়িতে দোয়ালী এবং অস্থিদ্বারা গুলি প্রস্তত করেন।

মৃত্তিকা হইতে নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম "মৃদঙ্গ" রাখা হয়। এই মৃদঙ্গ মৃন্ময় ও ভঙ্গপ্রবন বিধায় কালক্রমে কাষ্ঠ নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার ঐ "মৃদঙ্গ" নামই থাকিয়া যায়। পরিশেষে মুসলমানেরা ইহাকে "পাখোয়াজ" নামে আখ্যাত করিয়া যান।

পাখোয়াজের ভিন্ন ২ অবয়বের নামগুলি শিক্ষার্থিগণের জানা আবশ্যক ; এজন্য প্রথমতঃ তাহাই নির্দ্দেশ করা গেল।

পাখোয়াজ তবলার ন্যায় দুই অংশে বিভক্ত নহে, এক খণ্ডেই পূর্ণ। ইহার দুই মুখ ছাউনী দ্বারা আচ্ছাদিত। যে চর্ম্মদ্বয় দ্বারা উভয় মুখ আচ্ছাদিত থাকে তাহাদিগকে ছাউনী কহে। যেদিক বাম হস্তে বাজাইতে হয় তাহাকে বাঁয়া ও যেদিক দক্ষিণ হস্তে বাজাইতে হয় তাহাকে ডাহিনা কহে। এই ছাউনীদ্বয় বিড়ার ন্যায় দুইটী চর্ম্ম বেষ্টনীতে আবদ্ধ থাকে ; তাহাদিগকে বেষ্টনী বা বেড় কহে। এই বেষ্টনীদ্বয় কতকগুলি চর্ম্ম রজ্জুদ্বারা পরস্পর বাঁধা থাকে, সেই জন্যই ছাউনীদ্বয় প্রসারিত ও শব্দ নির্গমোপযুক্ত হয়। এই সকল চর্ম্মরজ্জুকে দোয়ালী কহে। এই সকল দোয়ালী আবশ্যক মত কশিবার জন্য আটটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত গুলি লাগান থাকে। ইহাদিগকে গুলি কহে।

ডাহিনার প্রত্যেক গুলির উপরস্থ ভাগকে ঘাট কহে। সুতরাং পাখোয়াজের ডাহিনার আটটী ঘাট। ডাহিনার ছাউনীর মধ্যস্থলে একটী কৃষ্ণবর্ণ গোলাকার লেপ দেওয়া থাকে ইহাকে গাব বা খিরণ কহে। বাঁয়ার ছাউনীতে খিরণ নাই ; বাজাইবার সময় ময়দা বা আটারগুলি প্রস্তুত করিয়া খিরণের মত লাগাইতে হয়।

ছাউনীদ্বয়ের কিনারা আর এক পুরু চর্ম্ম দ্বারা বেষ্টিত থাকে, সেই স্থলকে কাণী কহে।

মৃদঙ্গ প্রবেশিকা।

সুরবন্ধন।

ডাহিনার আটটী ঘাটকে সমস্বর করার নাম সুরবন্ধন। সমস্বর আছে কিনা বুঝিতে পারা অভ্যাসের ফল। সমস্বর না থাকিলে ডাহিনার উপর চাটী দিলে শব্দ কম্পিত হইতে থাকে এবং তাহাতেই জানাযায় যে, সকল ঘাটের সুর সমান নাই। তখন অনামিকা দ্বারা গাব স্পর্শ করিয়া তর্জ্জনী দ্বারা ঘাটে ঘাটে আল্‌গা আঘাত করিলেই বুঝা যাইবে যে কোন্ ঘাটের সুর চড়া ও কোন্ ঘাটের সুর নরম আছে। পরে প্রত্যেক ঘাটের নিম্নস্থগুলি আবশ্যকমত উঠাইয়া কি নামাইয়া সুর মিলাইয়া লইতে হইবে। গুলি নীচে নামাইয়া দিলে সুর চড়া হইবে ও উপরে উঠাইলে সুর নরম হইবে। এক ঘাটের সুর যদি চড়া কিম্বা নিম্ন থাকে, তাহা হইলে তন্নিকটস্থ ঘাটও তাহার জন্য কিছু চড়া বা নিম্ন বুঝা যায়। অতএব যে ঘাটটী সর্ব্বাপেক্ষা চড়া বা নিম্ন সেই ঘাটটাই আগে ঠিক করিতে হয়। এই প্রকারে প্রথমতঃ গুলি উঠাইয়া বা নামাইয়া মোটামোটী সুর মিলাইয়া পরে কিছু বেশ কম থাকিলে হাতুড়ী দ্বারা আবশ্যক মত বেষ্টনীর উপরে কি নিম্নে কিঞ্চিৎ আঘাত করিয়া মিলাইয়া লইতে হইবে।

প্রথমতঃ একটী অন্তর একটী ঘাট এইরূপে চারিটী ঘাট মিলাইয়া পরে অপর চারিটী ঘাট একটী অন্তর একটী করিয়া মিলাইয়া লইলে সুবিধা হয়। যে ঘাট সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন অথবা সর্ব্বাপেক্ষা চড়া, সেই ঘাট হইতে আরম্ভ করিলেই ভাল হয়।

সঙ্গীতের সহিত সঙ্গত করিবার সময় তান্ পুরা অথবা গানের সহিতস্থর দিবার জন্য অন্য যে কোন যন্ত্র থাকে, তাহার স্থরের সহিত ঐক্য করিয়া ডাহিনার প্রত্যেক ঘাটের স্থর মিলাইতে হইবে। ডাহিনার প্রত্যেক ঘাটে পূর্ব্বোক্ত ক্রমানুসারে আঘাত করিলে উভয় যন্ত্রের স্থর মিলিতেছে কিনা সহজেই বুঝা যাইবে। মিলাইবার পক্ষেও সুবিধা হইবে।

এইরূপে স্থর মিলাইতে ২ গুলি অত্যন্ত নীচে নামিয়া গেলে, ঐ গুলি উপরে উঠাইয়া আর একটী দোয়ালী উহার উপর উঠাইয়া দিতে হইবে। ক্রমে যদি চারিটী দোয়ালী গুলির উপর উঠিয়া যায় তাহা হইলে পশ্চাল্লিখিত প্রকারে দোয়ালী টানিয়া কষিয়া লইতে হইবে।

দোয়ালী ঢিলা হইয়া গেলে কষিয়া লওয়ার নিয়ম।

ক্রমে যদি প্রত্যেক গুলির উপর চারিটী করিয়া দোয়ালী উঠিয়া যায়, তাহা হইলে প্রথমতঃ ডাহিনার স্থর যথাসম্ভব মিলাইয়া পরে দোয়ালীর এক প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া এক একটী করিয়া গুলি খুলিয়া তৎসংলগ্ন দোয়ালী সহজে টানিয়া লইতে হইবে। একবারে আটটী গুলি না খুলিয়া যেমন একটী করিয়া খোলা হইবে অমনি তৎসংলগ্ন দোয়ালী চারিটী টানিয়া লওয়া উচিত। প্রথম বারে জোরে কষা উচিত নহে। প্রথম বারে সহজে, পরে সমস্ত গুলি খোলা হইলে আরও কিছু জোরে, পরে আরও কিছু জোরে এইরূপে তিন চারিবারে সম্পূর্ণ কষা উচিত। শেষ করিবার সময় ডাহিনার স্থরটী মাঝে২ মিলাইয়া কষিলে আরও ভাল হয়।

এইরূপে যথাসম্ভব কষা হইলে পূর্ব্বের ন্যায় গুলি পড়াইতে হয়। প্রথমে তিনটী অন্তর একটী করিয়া দোয়ালী গুলির উপর তুলিয়া দিতে হইবে। পরে আটটী গুলি পরান্ হইলে যদি আবশ্যক হয়, তবে আর একটী করিয়া দোয়ালী তুলিয়া দিয়া মিলাইতে হইবে।

বাঁয়ার ছাউনীর উপর আটা বা ময়দা লাগাইবার নিয়ম।

প্রথমতঃ বাঁয়ার ছাউনীতে জলদিয়া ভিজাইয়া আধপোয়া আন্দাজ ময়দা বা আটা (রুটী প্রস্তুতের জন্য যেরূপে মাখিতে হয় সেইরূপে মাখিয়া) লইয়া লেচীর মত করিতে হইবে (আটা ময়দা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট)। পরে তাহাতে আরও কিছু জলদিয়া হাতে চট্‌কাইতে হইবে, যখন লেচিটী আঠা হইবে তখন ঠিক হইল।

পরে বাঁয়ার ছাউনীর উপর জল মাখাইয়া উক্ত লেচি হইতে কিঞ্চিৎ আটা বা ময়দা লইয়া ছাউনীর উপর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা ঘষিয়া ঘষিয়া মাখাইতে হয়। যখন ঐ আটা বা ময়দা ছাউনীর উপর আঠার মত লাগিয়া যাইবে বায়ার উপর আঘাত করিলে কোন স্থান ফাপিয়া না উঠে বা চটা উঠিয়া না যায় ঐরূপ হইলে তখন ক্রমে আরও আটা বা ময়দা উহার উপর টিপিয়া টিপিয়া লাগাইতে হইবে। এরূপ ভাবে লাগাইতে হইবে যেন বাঁয়ার কাণীর নিকট অন্ততঃ এক বা দেড় আঙ্গুল পরিমিত স্থান থাকে। এই সময় এক এক বার বাজাইয়া দেখিতে হইবে। অধিক ময়দা বা আটা পড়িলে ঢেব ঢেবে আওয়াজ হইবে; এবং আটা কম পরিলে শব্দ গম্ভীর হইবে না। ময়দা অথবা আটা ঠিক বসান হইলে গম্ভীর শব্দ নির্গত হইবে। যদি ঝর ঝরে আওয়াজ হয় তবে বুঝিতে হইবে যে ময়দা বা আটা কোন কোন স্থানে না লাগিয়া ফাপিয়া উঠিয়াছে। তখন সমস্ত ময়দা উঠাইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত প্রকারে লাগাইতে হইবে। ময়দা বা আটা কানীতে কোনরূপে আবদ্ধ থাকিলে মিষ্ট আওয়াজ হইবে না; সুতরাং কানীর পার্শ্বে অন্ততঃ এক বা দেড় অঙ্গুলী পরিমিত স্থান ফাঁক রাখিতে হয়।

ডাহিনার গাব ও কানির মধ্যে যেরূপ ১ অথবা ১॥ অঙ্গুলী পরিমিত স্থান ফাঁক থাকে সেইরূপ রাখিয়া আটা দিবার সময়ে ঐ প্রলেপ কানীর মধ্যে ১ বা ১॥ অঙ্গুলী পরিমিত স্থান ফাঁক রাখিতে হয়।

বাজাইবার সময়ও মাঝে মাঝে অল্প জল দিয়া ময়দা টিপিয়া টিপিয়া দিতে হইবে। এই প্রলেপ শুকাইয়া উঠিলে, জল দিয়া নরম রাখিতে হইবে এবং উচু নীচু হইলে টিপিয়া সমান করিয়া দেওয়া উচিত।

এই স্থলে ইহাও জানা আবশ্যক যে, আটা লাগাইবার পূর্ব্বেই ডাহিনার সুর মিলাইয়া লওয়া উচিত।

পাখোয়াজ অভাবে তবলা বাওয়া দ্বারা পাখোয়াজের বোল বাজান যায় বটে কিন্তু সেরূপ গম্ভীর শব্দ ও মিষ্ট হয় না তবে ঠেকা কাজ উদ্ধার হয় মাত্র। সেস্থলে আটার আবশ্যক হয় না।

ধারণ।

পাখোয়াজ সাধারণতঃ কোলের উপর রাখিয়া, বাঁয়ার দিক বাম দিকে এবং ডাহিনার দিক্ দক্ষিন দিকে করিয়া বাজাইতে হয়। বাজাইবার সময় বাদক যোড়াসন করিয়া বসিলেই ভাল হয়। বাজাইবার সময় দুই হস্ত ভিন্ন মস্তক বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যাহাতে সঞ্চালিত না হয় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথম হইতে অভ্যাস না করিলে এই সকল মুদ্রা দোষ ঘটিলে পরে সংশোধন করা যায় না।

যাঁহারা তবলার সাহায্যে পাখোয়াজের বোল বাজাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ধারণ সম্বন্ধে "তবলা তরঙ্গিনীর" প্রথম খণ্ডের উপদেশগুলি পাঠ করিবেন।

বাণী।

যেমন কোন ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম তাহার অক্ষর পরিচয় আবশ্যক সেই প্রকার বাদন শিক্ষা করিতে হইলে প্রথমতঃ ইহার বাণী সকল শিক্ষা করিতে হয়।

বাঁয়ার ও ডাহিনার উপর অথবা উভয়েয় উপর হস্ত দ্বারা ভিন্ন ২ রূপ আঘাতে যে সকল বিভিন্ন ধ্বনি নির্গত হয় তাহাদিগকে বাণী অথবা বোল কহে।

বাণী দুই প্রকার। বিশুদ্ধ ও মিশ্র।

বাঁয়ার বা ডাহিনার উপর এক এক আঘাতে অথবা উভয়ের উপর যুগপত আঘাতে যে বাণী নির্গত হয়, তাহাকে বিশুদ্ধ বাণী কহে। যথা তা, দেৎ, থুন্না ইত্যাদি।

দুই তিন কিম্বা ততোধিক বিশুদ্ধ বাণী যুগপৎ শীঘ্র হস্তে সাধিত করিলে যে মিশ্র শব্দ নির্গত হয় তাহাকে মিশ্র বাণী কহে। যথা ধুমাকেট, ক্রেধাকেটে ও ধেরেকেটে নানাবিধ মিশ্রবাণী ইত্যাদি।

বিশুদ্ধ বাণী তিন প্রকার। (১) বামহস্তে সাধিত (২) দক্ষিন হস্তে সাধিত (৩) ও উভয় হস্তে সাধিত।

---

(১) বাম হস্তের সাধিত বাণী।

১। থুন—বাম হস্তের তর্জ্জনী মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্ঠা [illegible] সংযুক্ত ও ঋজু রাখিয়া বাঁয়ার উপর আল্‌গা (খোলা) আঘাত ক[illegible] বাণী নির্গত হইবে। এই আঘাতের সময় উক্ত অঙ্গুলী সকল [illegible]

সংযুক্ত ঋজু, ঈষৎ ঢিলা এবং ছাউনীর সমসূত্রে করতলের মধ্যস্থল দ্বারা বেষ্টণীর উপর আঘাত করিলেই অঙ্গুলী সকল আপনা হইতে বাঁয়ার উপর পড়িয়া উঠিয়া আসিবে, এবং গম্ভীর শব্দ নির্গত হইবে। আঘাতের পর হস্তের অঙ্গুলীর কোন অংশ বেষ্টণী ভিন্ন ছাউনীর কোন স্থল যেন স্পর্শ করিয়া না থাকে। গ, গে, গি, ঘ, ঘে, বি, ধু, থু, গেন্ এই সকল বানি থুন্ বাণীর তুল্য।

২। কৎ—বাম হস্তের তর্জ্জনী মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠাদ্বারা বাঁয়ার উপর চাপা আঘাত করিলে এই বাণী নির্গত হইবে। এই আঘাতের সময় অঙ্গুলীসকল ঋজু ঈষৎ ঢিলা, কিছু ফাঁক্ ফাঁক্ এবং কনিষ্ঠার দিক্ কিছু উচ্চ রাখিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নিম্নভাগস্থ করতলের যে উচ্চ স্থান আছে তদ্দ্বারা বাঁয়ার কানির এক অঙ্গুলী আন্দাজ ভিতরে প্রলেপের উপর আঘাত করিলে অঙ্গুলী সকল আপনা হইতে বাঁয়ার উপর পড়িয়া উঠিয়া আসিবে, এবং "কৎ" এইরূপ শব্দ নির্গত হইবে।

ক, কা, কে, কি—এই সকল বাণী কৎ বাণীর তুল্য। "ধুমাকেটে" এই বাণীর "কে" বাণী "টে" বাণীর তুল্য।

---

(২) দক্ষিণ হস্তের সাধিত বাণী।

৩। তা—দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা পরস্পর সংযুক্ত, ঋজু, ঢিলা ও তর্জ্জনীর দিক কিছু উচ্চ রাখিয়া, করতলের অধোভাগস্থ মূলদ্বারা ডাহিনার বেষ্টনীর উপর এরূপে আঘাত করিতে হইবে যে উক্ত অঙ্গুলী সকল আপনা হইতে ডাহিনার উপর পড়িয়া উঠিয়া আসে, এবং আঘাতের পর কনিষ্ঠার অধোভাগস্থ করতল মূল কিয়ৎক্ষণ কানি স্পর্শ করিয়া থাকে। বেষ্টনীর এরূপ স্থলে আঘাত করিতে হইবে যেন কনিষ্ঠাঙ্গুলি গাবের মাঝামাঝি পড়ে। ইহাকে সাধারণতঃ চাটি কহে।

তান্—এই বাণী "তা" বাণীর তুল্য।

৪। দিৎ—দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকা পরস্পর সংযুক্ত ও ঋজু করিয়া ডাহিনার গাবের উপর চাপা আঘাত করিলে এই বাণী নির্গত হইবে। গাবের এরূপ স্থলে আঘাত করিতে হইবে যে করতলের মধ্যস্থল বেষ্টনীর উপর বরাবর থাকে।

দেৎ—এইবাণী "দিৎ" বাণীর ন্যায়।

৫। দিন্—দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা এবং কনিষ্ঠা সংযুক্ত ও ঋজু করতঃ ডাহিনার উপর আল্‌গা আঘাত করিলে এই বাণী নির্গত হইবে। এই আঘাতের সময় অঙ্গুলীগুলি পরস্পর সংযুক্ত ঋজু ও ঢিলা, এবং ছাউনীর সমসূত্রে রাখিয়া করতলের মধ্যস্থল দ্বারা বেষ্টনীর উপর আঘাত করিলেই অঙ্গুলী সকল ডাহিনার উপর আপনা হইতেই পড়িয়া উঠিয়া আসিবে এবং গম্ভীর শব্দ নির্গত হইবে।

আঘাতের পর কোন অঙ্গুলী ছাউনী স্পর্শ করিবেনা। দি, দেন্, দে—এই বাণীসকল "দিন্" বাণীর তুল্য।

৬। না—দক্ষিণ হস্তের কেবল তর্জ্জনীর অগ্রভাগদ্বারা ডাহিনার সম্মুখের কানীর উপর আঘাত করিলে এই বাণী নির্গত হইবে।

৭। নে—দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রভাগদ্বারা গাবের উপর ঈষৎ আল্‌গা আঘাত করিলে এই বাণী নির্গত হইবে।

৮। তি—দক্ষিণ হস্তের অনামিকার অগ্রভাগদ্বারা গাব স্পর্শ করিয়া তর্জ্জনীরদ্বারা গাবের কিনারায় আল্‌গা আঘাত করিলে এই বাণী নির্গত হইবে। এই আঘাতের সময় তর্জ্জনী ঋজু ও ঢিলা রাখিয়া তর্জ্জনীর নিম্নস্থ করতলের মধ্যভাগ দ্বারা বেষ্টনীর উপর আঘাত করিলে তর্জ্জনী আপনা হইতে পড়িয়া উঠিয়া আসিবে। আঘাতের পর অনামিকা অল্পক্ষণ গাব স্পর্শ করিয়া থাকিবে।

৯। তে—দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা গাবের মধ্যস্থলে চাপা আঘাত করিলে এই বাণী নির্গত হইবে।

১০। টে—এই বাণী উপরোক্ত "তে" বাণীর তুল্য। কিন্তু যখন ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে "ধে" অথবা "তে" বাণী থাকিবে তখন কেবল তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা গাবের উপর চাপা আঘাত করিলে এই বাণী নির্গত হইবে।

রে—এই বাণী "টে" বাণীর তুল্য।

---

(৩) উভয় হস্তের সাধিত বাণী।

১১। ধা—"তা" ও "থুন্" বাণী যুগপৎ সাধন করিলে এই বাণী নির্গত হইবে। অর্থাৎ বাম হস্তে "থুন" এবং দক্ষিণ হস্তে "তা" একসঙ্গে বাজাইতে হইবে। তাহা হইলেই ধা হইল।

১২। ধে—"টে" ও "থুন" বাণী ঐরূপ যুগপৎ সাধন করিলে এই বাণী নির্গত হইবে। ইহাও "টে" বাণীর ন্যায় কখন মধ্যমা ও অনামিকাদ্বারা কখন কেবল তর্জ্জনীদ্বারা নির্গত করিতে হইবে।

১৩। ধেৎ—দেৎ ও থুন্ বাণী যুগপৎ সাধন করিলে এই বাণী নির্গত হইবে।

মিশ্রবাণী।

মিশ্রবাণী সকল বিশুদ্ধ বাণীর সংযোগে উৎপন্ন হয়। সুতরাং যে যে মিশ্রবাণী যে যে বিশুদ্ধ বাণী সকলের সংযোগে উৎপন্ন, সেই বিশুদ্ধ বাণী ক্রমানুসারে শীঘ্র হস্তে সাধিত করিলেই সেই ২ মিশ্রবাণী নির্গত হইবে। যথা ধাগী, নাগী এই মিশ্রবাণীর মধ্যে ধা, গি, না, গী এই চারিটী বিশুদ্ধ

বাণী আছে। সুতরাং এই চারিটী যথাক্রমে শীঘ্র হস্তে সাধিত করিলেই উক্ত মিশ্রবাণী নির্গত হইল। অতএব এ সকল আর উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল যে সকল মিশ্রবাণীতে বিশুদ্ধ বাণীর রূপান্তর হয়; তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

১৪। ধুমাকেটে—থুন্, তে, টে ও তে বাণী শীঘ্র হস্তে সাধন করিলে এই বাণী হইবে। কোনমতে থুন্, দিন্, তে ও "টে" বাণী শীঘ্র হস্তে সাধিত করিলেও এই বাণী হয়। শেষোক্ত প্রকার, আমাদের মতে, ঢিমা-লয়ে সুবিধা হইবে; কিন্তু দ্রুত লয়ে তদুপরোক্ত প্রকারে বাজাইলে ভাল হইবে।

১৫। ত্রেকেট—তে, রে কে ও টে বাণী শীঘ্র হস্তে সাধিত করিলে এই বাণী হইবে।

১৬। ক্রান্—কে ও তা বাণী অতি শীঘ্র হস্তে সাধিত করিলে এই বাণী হইবে।

১৭। ক্রে—কে ও তে বাণী অতি শীঘ্র হস্তে সাধীত করিলে এই বাণী হইবে।

১৮। ক্রানে—ক্রান্ ও নে বাণী শীঘ্র হস্তে সাধিত করিলে এই বাণী হইবে। অর্থাৎ কে, তা, নে বাণী শীঘ্র হস্তে বাজাইতে হইবে।

১৯। থ্রান্—থুন্ ও তা বাণী শীঘ্র হস্তে বাজাইলেই হইবে।

২০। থ্রানে—থ্রান্ ও নে বাণী অর্থাৎ থুন্, তা ও নে অতি শীঘ্র বাজাইলে এই বাণী হইবে।

২১। গ্রে—থুন্ বাণী সাধীত করিয়া দক্ষিণ হস্ত ফিরাইয়া বাঁয়ার উপর উক্ত থুন্ বাণীর ন্যায় অতি শীঘ্র আঘাত করিলে এইবাণী হইবে।

২২। গ্রেগে—গ্রে বাণী সাধীত করিয়া থুন্ বাণী শীঘ্র হস্তে সাধিত করিলে এই বাণী হইবে।

২৩। নারান—নে, না, মে এই বাণী সকল শীঘ্র হস্তে সাধিত করিলে এই বানী হইবে।

২৪। ক্রে,ধে তেটে—কৎ,তেধে তে টে এই কয় বাণী শীঘ্র হস্তে সাধিত করিলেই এই বাণী নির্গত হইবে। এস্থলে "ধে" বাণী বাম হস্তে সাধিত "থুন্" এবং দক্ষিন হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা সাধিত "টে" বাণী যুগপৎ ধী বাজাইলেই হইবে।

মাত্রা।

সঙ্গীতের কাল বিভাগকে মাত্রা কহে। ক, খ, গ, ঘ, ঙ এই পঞ্চ লঘু বর্ণ সহজে উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, সেই পরিমাণ সময়কে সঙ্গীত শাস্ত্র বেত্তারা একলঘু মাত্রা কহিয়া থাকেন। ইহার দ্বিগুণ সময়কে দুই মাত্রা, তিনগুণ সময়কে তিনমাত্রা, অর্দ্ধ সময়কে অর্দ্ধমাত্রা, চতুর্থাংশ সময়কে সিকিমাত্রা কহিয়া থাকেন।

বাস্তবিক মাত্রার একটী নির্দ্ধারিত সময় নাই। যিনি যে মাত্রা অনুসারে গান করিতে সহজ ও সুবিধা জনক বিবেচনা করেন তাহাই তাঁহার পক্ষে একলঘু মাত্রা। তাহারই দ্বিগুণ সময়কে দুই মাত্রা, তিনগুণ সময়কে তিন মাত্রা ইত্যাদি কহা যায়।

মাত্রা তিন প্রকার। মধ্য বা লঘু, দ্রুত বা জলদ এবং বিলম্বিত বা ঢিমা। উপরে যে পরিমাণ সময়কে একলঘু মাত্রা কহা গেল তাহাই মধ্য বা লঘু মাত্রা তাড়াতাড়ি গান করিয়া প্রত্যেক মাত্রার উক্ত পরিমাণ সময়কে সংক্ষেপ করিয়া লইলে তাহাকে দ্রুত বা জলদ্ মাত্রা কহে ;এবং খুব ধীরে গান করিয়া উক্ত পরিমাণ সময়কে বৃদ্ধি করিয়া লইলে তাহাকে ঢিমা বা বিলম্বিত মাত্রা বলে।

প্রথম শিক্ষার্থিগণের পক্ষে এক, দুই, তিন চারি ইত্যাদি গনিয়া যাইতে প্রত্যেকে যে পরিমাণ সময় লাগে তাহাকেই একমাত্রা ধরিয়া লইলে শিক্ষার পক্ষে সুবিধা হয়। যে পরিমাণ সময়কে এক মাত্রা ধরিয়া লওয়া হইল তাহা যেন বরাবর এক সমান লয়ে থাকে। এক এক মাত্রার পরিমিত সময়ের কিঞ্চিৎন্যূনাধিক হইলেই লয় ঠিক হইবেনা। দ্রুত বা ঢিমা করিলেও যতক্ষণ সেই দ্রুত বা ঢিমালয় থাকিবে ততক্ষণই সেই সেই পরিমাণ মাত্রার সময়কে সমান রাখিতে হইবে।

লয়।

লয় যে কি পদার্থ তাহা বর্ণনা করা কঠিন। সাধারণতঃ সঙ্গীতের অথবা বাজনার ভিন্ন ভিন্ন তালে ভিন্ন ভিন্ন রূপ লঘুতা ও গুরুতা প্রভৃতি ঝোঁক সকল যে যে সময়ে প্রতিপাদিত হইলে শ্রোতাগণের মনে আনন্দ উৎপন্ন হয়, সেই সেই সময়ে তাহার প্রতিপাদন করাকেই লয় কহে।

কিন্তু এই লয়জ্ঞান এইরূপ লঘুগুরু ঝোঁক সাজাইয়া ছন্দ প্রস্তুত করা সাধারণের পক্ষে দুরূহ। সঙ্গীতজ্ঞ মহাত্মারা এইরূপ লঘুগুরু ঝোঁক সকল অতি সুন্দররূপে সাজাইয়া ভিন্ন ভিন্ন ছন্দ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। এই ছন্দকেই তাল কহে।

ছন্দ সকলের ঝোঁকগুলি কত সময় অন্তর প্রতিপাদিত করিতে হইবে তাহা জানিবার জন্ত এই বোলগুলিকে মাত্রারূপে সাধারণ সময় নির্ম্মাপক সূত্রে গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে সেই বোলগুলির সাহায্যে কেবল মাত্রার ওজন ঠিক বুঝিতে পারিলে লয়মত শিক্ষা দুরূহ হয়না। সুতরাং এই ছন্দের সাহায্যে মাত্রা জ্ঞানই যে লয় জ্ঞানের প্রধান সাধন তাহা বলা বাহুল্য। প্রত্যেক মাত্রার পরিমিত সময়কে সমভাবে রাখিতে পারিলেই লয় সাধিত হইল, ঐ ছন্দ অনুসারে লঘুগুরু বাণী সকল মাত্রা অনুযায়ী।

সাজাইয়া নানাপ্রকার বোল প্রস্তুত হইয়াছে। মাত্রার ওজন বুঝিয়া ঐ বোলগুলি বাজাইয়া গেলে লয়মত বাজান ঠিক হইল।

লয় তিন প্রকার। দ্রুত, মধ্যম, বিলম্বিত। এই তিন প্রকার লয়ের প্রত্যেকটীতেই মাত্রার সংখ্যা ঠিক থাকিবে, কেবল প্রত্যেক মাত্রার সময়ের পরিমাণ যত সংক্ষেপ করা যাইবে ততই দ্রুত বা জলদলয় এবং যত-ঠা অথবা ঢিমা করা যাইবে ততই বিলম্বিত বা ঢিমালয় হইবে। মধ্যম রকম থাকিলে মধ্যম লয় হইল। বাস্তবিক যেপ্রকার ওজনে গান করিতে বা বাজাইতে সকলেই সহজ এবং সুবিধাজনক বিবেচনা করেন তাহাকেই মধ্যমলয় কহে। ইহাপেক্ষা দ্রুত হইলে জলদ লয় এবং ঢিমা হইলে বিলম্বিত লয় হয়।

—:০:—

তাল।

পূর্ব্বে লয় প্রকরণেই বলা হইয়াছে যে সঙ্গীতজ্ঞ মহাত্মারা নানা প্রকার লঘুগুরু ঝোক সকল সুন্দররূপে সাজাইয়া ভিন্ন ২ ছন্দ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। ইহার এক ২ রকম ছন্দকে এক এক রকম তাল কহে। তাল অসংখ্য। কোন্ তালের কত মাত্রা এবং কোন্ তালের কোন বাণী কত মাত্রা অন্তর সাধিত করিতে হয় তাহা প্রত্যেক তালে ও বোলের উপর মাত্রা চিহ্ন দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

—:০:—

প্রচলিত তালগুলি একটী তালিকা থাকা আবশ্যক।

১। চৌতাল। ২। ধামার। ৩। সুরফাক্তা।
৪। ঝাপতাল। ৫। তেওরা। ৬। রূপক।
৭। ঢিমা তেতালা। ৮। আড়া চৌতাল।

বোল।

ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গীত ছন্দের সাঙ্গত্যের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন তাল আছে; এবং সেই সঙ্গতের নিমিত্ত প্রত্যেক তালে তা, দিৎ, থুন্ প্রভৃতি লঘু ও গুরু বাণী সকলের ছন্দোনুরূপ সংযোগ যে এক এক পদ হইয়াছে তাহাকে বোল কহে।

বাদনের মিষ্টতার নিমিত্ত প্রত্যেক তালে ঠেকা গদ, তেহাই প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বোল আছে। তন্মধ্যে ছন্দের অবিকল অনুরূপ বোলকে ঠেকা কহে। এবং লয় ঠিক রাখিয়া সঙ্গতের মিষ্টতার নিমিত্ত নানাপ্রকার গদ. তেহাই প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মাত্রার চিহ্ন।

প্রত্যেক বোলের বাণী সকলের উপর মাত্রা অর্দ্ধ মাত্রা সিকি মাত্রাদি চিহ্ন থাকিবে। ইহা দ্বারা কোন্ কোন্ বাণী কত সময় অন্তর নির্গত করিতে হইবে তাহা সহজে বুঝিতে পারা যাইবে, এবং তদনুসারে বাণী সকল নির্গত করিতে পারিলে বোলের লয় ঠিক হইবে। যথা—

।	×	৵	৸	।
তা,	দিৎ,	থুন্	না	কৎ

মাত্রার চিহ্ন—(।); যে যে বাণীর উপর এই চিহ্ন থাকিবে সেই ২ বাণী ঠিক একমাত্রা সময় অন্তর নির্গত করিতে হইবে।

অর্দ্ধ মাত্রার চিহ্ন—(৵), সিকি মাত্রার চিহ্ন (×) এবং তিন পোয়া মাত্রার চিহ্ন (৸) এই চিহ্নগুলি দুইটী মাত্রা চিহ্নের মধ্যে থাকিবে। যে

বাণীর উপর এরূপ কোন চিহ্ন থাকিবে সেই বাণী সেই চিহ্ন নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর নির্গত করিতে হইবে যথা—

এই উপরোক্ত বোলে তা ও কৎ বাণীর উপর মাত্রা চিহ্ন (।) আছে। সুতরাং তা নির্গত করিয়া তাহার একমাত্রা কাল অন্তর কৎ নির্গত করিতে হইবে।

মাত্রাশূন্য বাণী সকল সমান সময় অন্তর নির্গত করিতে হইবে। তন্মধ্যে কেবল মিশ্রবাণী শীঘ্র হস্তে সম্পাদিত হয় বলিয়া মিশ্রবাণীর অন্তর্গত দুইটী বাণী বিশুদ্ধ বাণীর একটী বাণীর তুল্য ধরিয়া লইতে হয়। যথা—ধুমা, কেটে, তেটে ধেটে ইত্যাদি। অন্যত্র যে সকল মিশ্রবাণীর অন্তর্গত বিশুদ্ধবাণী রূপান্তর করিয়া লেখা আছে তাহাদিগকেও একটি বিশুদ্ধ বাণীর তুল্য ধরিয়া লইতে হয়।

বিশুদ্ধ বাণীর মধ্যেও থুন্ অপেক্ষা গ, গা, গি, ঘ ঘা ইত্যাদি; কৎ অপেক্ষা ক, কা, কি, কে ইত্যাদি; তান্ অপেক্ষা তা; দিন ও দেন্ অপেক্ষা দি, দে ইত্যাদি বাণী অপেক্ষাকৃত শীঘ্র হস্তে নির্গত করিতে হইবে। মুখে উচ্চারণ করিতে যে সময়ের পার্থক্য হয় তাহাই যথেষ্ট।

যদি পুর্ব্বোক্ত ক্রমে মুখে এক, দুই, তিন প্রভৃতি গনিবার সময় হস্তে তালি দিয়া যাওয়া যায়, তবে প্রত্যেক তালি ঠিক এক মাত্রা অন্তর পড়িবে। প্রত্যেক তালি দিয়া পুনর্ব্বার তালি দিবার জন্য যখন হস্ত ঊর্দ্ধে উঠিবে, তখন অর্দ্ধ মাত্রা এবং হস্ত তুলিবার ও ফেলিবার সময় যখন অর্দ্ধ পথে আসিবে, তখন ক্রমান্বয়ে সিকি ও তিন পোয়া মাত্রা হইবে। এইরূপে হস্তে তাল দিয়া মাত্রা নির্ণয় করা যাইতে পারে। পরে এইরূপ হস্তে তালি দিয়া বোলটী মাত্রার চিহ্ন অনুসারে তালির সহিত মুখে উচ্চারণ করিয়া গেলে বোলের লয় ঠিক বুঝা যাইবে যথা—

ঝাঁপ তাল।

।	৺	।	৺	।	৺	।	৺	।	৺
ধা	গে	ধা	গে	দিন্	তা	কে	ধা	গে	দিন্

এস্থলে ধা, ধা, দিন্, কে, ও গে, বাণীর উপর মাত্রা চিহ্ন (।) আছে। পূর্ব্বোক্ত ক্রমে হস্তে তালি দিয়া বোলটী মুখে এরূপে উচ্চারণ করিতে হইবে যেন প্রত্যেক তালির সময় ধা, ধা, দিন, কে ও গে উচ্চারিত হয়। এবং তালি দিয়া যখন হস্ত পুনরায় উর্দ্ধে আসিবে তখন অর্দ্ধ মাত্রা চিহ্নিত বাণী গে, গে, তা, ধা, দিন্ উচ্চারিত হইবে। তাহা হইলে এই বোলের লয় ঠিক হইল।

মাত্রার চিহ্ন দ্বারা বোল অভ্যাস করিবার সময়ে কোন কোন স্থলে এরূপ পাওয়া যাইবে যে মাত্রার চিহ্ন বাণীর উপর না পরিয়া দুই বানীর মধ্যস্থলে পরিয়াছে, সে স্থলে মুখে অভ্যাসের সুবিধার জন্য মাত্রার চিহ্নের নীচে আ, ইন্, এৎ ইত্যাদি বাণী লেখা আছে। বাস্তবিক্ এই গুলি কিছুই নহে। কেবল দম্ রাখিবার জন্য এইগুলির সাহায্যে মুখে অভ্যাস করিয়া লইতে হয় বাজাইবার সময় ইহা ত্যাগ করিতে হইবে।

মাত্রা দ্রুত করিতে হইলে শীঘ্র হস্তে তালি দেওয়া আবশ্যক এবং বিলম্বিত করিতে হইলে ধীরে ধীরে তালি দিতে হইবে। এস্থলে প্রথম শিক্ষার্থীগণকে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে আমরা যে ভাবে মাত্রা চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছি তাহা সহজ এবং শিক্ষার্থীগণের উপযোগী। কোন কোন মতে মাত্রা চিহ্ন অন্যরূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—

ধামার ৭ মাত্রার তাল।

আমাদের মতে—

ইহাতে ক হইতে টে ১ মাত্রা দ্বিতীয় টে ২ মাত্রা ধা ২॥ মাত্রা আ ৩ মাত্রা দে ৪ মাত্রা দ্বিতীয় দে ৫ মাত্রা তা ৬ মাত্রা পরে পুনর্ব্বার সম্ ক ৭মাত্রা।

অন্যমতে—

+ +
১ ১ ১ ১
। ৺ । । । ৺ । । ।
ক ধেটে ধেটে ধা গে দেনে দেনে তা। ক

ইহাতে ক হইতে ধে অর্দ্ধ মাত্রা ; ধে হইতে দ্বিতীয় ধে ১মাত্রা সুতরাং ক হইতে দ্বিতীয় ধে ১॥ মাত্রা ; ধা ২॥ মাত্রা ; গে ৩॥ মাত্রা। গে হইতে দে অর্দ্ধ মাত্রা; দে হইতে দ্বিতীয় দে ১ মাত্রা সুতরাং ক হইতে দে ৪ মাত্রা; এবং দ্বিতীয় দে ৫ মাত্রা ; তা ৬ মাত্রা ; এবং পুন সম্ ক ৭ মাত্রা।

আমাদের মতে "ধা র" উপর অর্দ্ধমাত্রা চিহ্ন থাকিলেও টে হইতে আ ১ মাত্রা ; কিন্তু অন্য মতে প্রথম "ধে র" উপর অর্দ্ধমাত্রা চিহ্ন থাকাতে (ক) হইতে দ্বিতীয় ধে ১॥ মাত্রা। ইহাতে মাত্রার ওজন ঠিক্ হয় না; সুতরাং শিক্ষার্থীগণ ইহা দেখিয়া ভ্রমে পতিত না হন এজন্য ইহার উল্লেখ করা গেল। আমাদের পুস্তকে আমাদের মতেই সমস্ত মাত্রা চিহ্ন দেওয়া আছে।

তাল ও ফাঁক।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সঙ্গীতজ্ঞ মহাত্মারা স্বরভেদে নানাপ্রকার ছন্দ বা তাল সৃষ্টি করিয়াছেন। অন্য ছন্দের যেমন যতি আছে তালেরও সেইরূপ যতি আছে। প্রত্যেক ছন্দ বা তাল যতি অনুসারে দুই তিন বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত থাকে। প্রত্যেক ভাগের বা যতির প্রারম্ভে তাল বা ফাঁক ইহার একটী না একটী দিতে হয়।

উভয় হস্ততলের পরস্পর আঘাতে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহাকে তাল বা তালি কহে। কোন কোন গ্রন্থে তাণ্ডব (পুরুষের নৃত্য) শব্দের তা এবং লাস্য (স্ত্রী নৃত্য) শব্দের ল, এই উভয়ের সংযোগে "তাল" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, এইরূপ কথিত আছে। কোন কোন গ্রন্থকার অন্য অন্য ব্যুৎপত্তিও করিয়া থাকেন। বাস্তবিক তাল শব্দের অর্থ সঙ্গীত শাস্ত্রের ব্যবহারানুসারে প্রত্যেক ছন্দ বা তালের যতি অনুসারে কাল বিভাগ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

প্রত্যেক তালের যে স্থলে "হ্বাঁ" এই শব্দ সহজেই উচ্চারণ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহাকে সম্ কহে। এক সম্ হইতে অন্য সম্ পর্য্যন্ত যে সময় তাহাকে এক পূর্ণমঞ্চ বা ফেরা বা ওয়ার্দ্ধা কহে। প্রত্যেক ওয়ার্দ্ধা যতি অনুসারে দুই, তিন, চারি বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত থাকে। এইভাগ কোন তালে সমান, কোন তালে নূন্যাধিকও হইয়া থাকে।

এই সকল ভাগে ভাগে তাল বা ফাঁক দেওয়া হইয়া থাকে। গানের সহিত তাল দিতে হইলে যে স্থলে হাতে তালি দিতে হয় তাহাকে তাল কহে; ও যেখানে তাল না দিয়া ফাঁক দিয়া যাইতে হয় তাহাকে ফাঁক কহে। কোন্ তালে কতগুলি তাল ও কতগুলি ফাঁক দিতে হইবে তাহা প্রত্যেক তাল উল্লেখের সময়ই লেখা হইয়াছে। প্রত্যেক বোলের যে যে স্থলে তাল পড়িবে সেই ২ স্থলে মাত্রা চিহ্নের উপর (১) এইরূপ চিহ্ন

দেওয়া আছে; এবং যে যে স্থলে ফাঁক পড়িবে সেই ২ স্থলে মাত্রা চিহ্নের উপর (০) এইরূপ চিহ্ন দেওয়া আছে, এই সকল চিহ্নের উপর সমের স্থলে (+) এইরূপ চিহ্ন দেওয়া আছে। প্রত্যেক বোল সম্ হইতে আরম্ভ করা হইয়াছে। কোন বোল এক ওয়ার্দ্দা; এবং কোন বোল দুই, তিন বা ততোধিক ওয়ার্দ্দাও আছে। বোলটী শেষ হইলে পর যে বোলটী পুনরায় বাজাইতে হইবে, এই বাণীটী তাহারই আদ্য বাণী; এবং এইজন্য উহাকে একটী দীর্ঘ দাঁড়ি চিহ্ন দ্বারা পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যথা—

+
১
।
—
শা

ঠা, দুন্, পরদুন।

এই পুস্তকে প্রত্যেক বোলে যেরূপে মাত্রা চিহ্ন এবং তাল ও ফাঁকের চিহ্ন দেওয়া আছে, তদনুসারে বাজনকে ঠা কহে। ইহার দুই মাত্রার বাণী এক মাত্রার অন্তর্গত করিয়া বাজানের নাম দুন; এবং চারি মাত্রার বাণী এক মাত্রার অন্তর্গত করিয়া বাজানের নাম পরদুন বা চৌদুন। তিন মাত্রার বাণী এক মাত্রার অন্তর্গত করিয়া বাজান্‌কে ত্রিদুন কহে।

মনে করেন এই পুস্তকে একটী বোলে প্রত্যেক মাত্রা চিহ্নের মধ্যে দুইটী করিয়া বাণী আছে। ঠা বাজাইতে হইলে প্রত্যেক মাত্রার কালের মধ্যে দুইটী করিয়া বাণী নির্গত করিতে হইবে। কিন্তু দুন বাজাইতে হইলে দুইটী মাত্রার অন্তর্গত চারিটী বাণী একমাত্রা কালের মধ্যে নির্গত করিতে হইবে। ত্রিদুন করিয়া বাজাইতে হইলে তিনটী মাত্রার অন্তর্গত ছয়টী বাণী, এবং চৌদুন করিয়া বাজাইতে হইলে চারিটী মাত্রার অন্তর্গত আটটী বাণী ঐ এক মাত্রা কালের মধ্যে নির্গত করিতে হইবে। এস্থলে একমাত্রা কালের কোন ব্যতিক্রম হইল না; সুতরাং লয়েরও কোন ব্যতিক্রম হইল না। তাল,

ফাঁক সম প্রভৃতি যে যে সময় অন্তর পড়িতে ছিল তাহাই ঠিক থাকিলে। কেবল বোলটী একবার বাজাইতে যে সময় লাগিতেছিল, দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ কি চতুর্গুন তেজে বাজাইয়া দুই বারে বা তিন বারে বা চারি বারে সেই সময়টী পূরণ করিয়া লওয়া হইল।

দুন, ত্রিতুন এবং পরতুন বাজাইবার লয় কি প্রকারে ঠিক করিতে হয় তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

দুন্।—প্রথমতঃ পুস্তকে লিখিত বোলটী ভিন্ন কাগজে পর্য্যায়ক্রমে দুই বার লিখিতে হইবে। পরে পুস্তকে যেরূপ মাত্রা চিহ্ন আছে, তাহার দুইটী স্থলে একটী করিয়া লিখিত বোলে মাত্রা চিহ্ন দিতে হইবে। পরে সেই তালের যত মাত্রা অন্তর তাল, ফাঁক ও সম্ আছে, সেই লিখিত বোলের মাত্রা গনিয়া সেইরূপ তাল, ফাঁক, সম্ বসাইয়া লইলেই দুন্ লয় হইল।

ত্রিতুন।—প্রথমতঃ কাগজে এইরূপ বোলটী তিনবার লিখিয়া তিনটী মাত্রা স্থলে একটী করিয়া মাত্রা দিতে হইবে পরে ঐরূপে তাল, সম্ ও ফাঁক বসাইয়া লইলেই ত্রিতুন্ লয় হইল।

চৌতুন।—এইরূপ প্রথমে কাগজে বোলটী চারিবার লিখিয়া চারটী মাত্রা স্থলে একটী করিয়া মাত্রা দিতে হইবে। পরে ঐরূপ তাল, ফাঁক ও সম্ বসাইয়া লইলেই চৌতুন্ বা পরতুন্ লয় হইল। যথা—

চৌতাল। ১২মাত্রা, তিনতাল ও ২ ফাঁক্।

ঠা লয়।

+				।								
১		০		১		০		১		১		+
।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	১
ধা	ধা	দিন্	তা	কৎ	তাগে	দিন্	তা	তেটে	কতা	গেদি	ঘেনে।	।
												ধা

দুন লয়।

ধা ধা দিন্ তা কৎ তাগে দিন্ তা তেটে কতা গেদি ঘেনে
ধা ধা দিন্ তা কৎ তাগে দিন্ তা তেটে কতা গেদি ঘেনে।
ধা

ত্রিদুন লয়।

ধা ধা দিন্ তা কৎ তাগে দিন্ তা তেটে কতা গেদি ঘেনে
ধা ধা দিন্ তা কৎ তাগে দিন্ তা তেটে কতা গেদি ঘেনে
ধাধা দিন্ তা কৎ তাগে দিন্ তা তেটে কতা গেদি ঘেনে।
ধা

চৌদুন বা পরদুন লয়।

বাদন অভ্যাস।

মাত্রা দ্বারা বোলের লয় কি প্রকারে ঠিক করিতে হয় তাহা মাত্রা চিহ্ন প্রকরণে বলা হইয়াছে। প্রথম শিক্ষার্থিগণের নিকট অনুরোধ এই যে তাঁহারা যেন বোল প্রথমেই বাজাইতে চেষ্টা না করেন। প্রথমতঃ পূর্ব্বোক্ত মতে মাত্রার তালি দিতে থাকিয়া তদনুসারে বোলটী পূর্ব্বোক্ত মতে মুখে বারম্বার উচ্চারণ করতঃ বোলের লয় উত্তমরূপে অভ্যাস করিবেন। এই সময়ে মাত্রার তালির উপর বিশেষ মনোযোগ রাখিবেন অর্থাৎ মাত্রার তালি যাহাতে সমভাবে পড়িতে থাকে ও মুখে উচ্চারিত বোল অনুসারে তালি না পরিয়া তালি অনুসারে বোল উচ্চারিত হইতে থাকে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

এইরূপে বোলের লয় মুখে উত্তমরূপে অভ্যাস হইলে অর্থাৎ মাত্রার তালির সঙ্গে সঙ্গে বোলটী যে প্রকার উচ্চারণ হইতেছিল, মাত্রার তালি না দিলে ও যখন বোলটী ঠিক সেই প্রকার উচ্চারিত হইবে, তখন মাত্রার তালি ত্যাগ করিয়া মুখে বোলটী উচ্চারন করতঃ তাল ও ফাঁকের চিহ্ন অনুসারে তালি ও ফাঁক দিতে অভ্যাস করিতে হইবে। ইতিমধ্যেও মাঝে মাঝে মাত্রার তালি দিয়া বোলের লয় ঠিক হইতেছে কি না দেখিয়া লওয়া উচিত।

এই প্রকারে বোলের লয়, এবং তাল ও ফাঁক্ উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হইলে পাখোরাজ লইয়া মুখে বোল লয়মত উচ্চারণ করিতে থাকিয়া বাণী অনুসারে বাজাইতে অভ্যাস করিতে হইবে। বাজাইবার সময়ও মাঝে মাঝে মাত্রার তালি এবং তালের তালি ও ফাঁক দিয়া মুখে বোলটী উচ্চারণ করতঃ লয়টী ঠিক স্মরণ আছে কি না পরীক্ষা করিয়া লওয়া উচিত। প্রথমেই জলদ বাজাইতে চেষ্টা করা উচিত নহে। প্রথমতঃ যত ঢিমা ও জোরে বাজান যাইবে ততই উত্তম অভ্যাস হইবে। এবং হাতও পাখোয়াজে বসিবে

এইরূপে বোল অভ্যাস করিয়া পরে যাহাতে সম মাত্রায় এক বোল হইতে অন্য বোল ধরা যায় তাহা ঐরূপে অভ্যাস করিতে হইবে। বোল গুলি যত অধিকবার বাজান যাইবে ততই হাতের জড়তা নষ্ট হইবে, এবং বাজনার মিষ্টতাও বৃদ্ধি হইবে। একটী বোল উত্তমরূপে অভ্যাস হইলে পরে আর্ একটী বোল অভ্যাস করিতে বেশী পরিশ্রম হইবে না। সুতরাং একটী বোল আগে অনেকবার বাজাইয়া উত্তমরূপে অভ্যাস করিলে পর অন্য বোল ধরা উচিত। সঙ্গীত শাস্ত্রে বলেন, একটী বোল অন্ততঃ ক্রমান্বয়ে এক লক্ষবার না বাজাইলে উত্তমরূপে অভ্যাস হয় না। বস্তুতঃ এক একটী বোল যত অধিক বার বাজান যাইবে ততই হাত পরিষ্কার হইতে থাকিবে।

হস্ত সাধন।

শিক্ষার্থিগণের নিকট আমাদের অনুরোধ এই বোল বাজাইবার পূর্ব্বে নিম্ন লিখিত হস্ত সাধনগুলি পূর্ব্বোক্ত মতে উত্তমরূপে অভ্যাস করিয়া লইবেন। তাহা হইলে হাতের জড়তা দূর হইবে। একটী বোল উত্তমরূপে অভ্যাস না হইলে অপর বোল ধরা কোন মতেই উচিত নহে।

৫ম।

| | | | | |
ধু মা কে টে ক তে টে কে তা কি তেটে

৬ষ্ঠ।

| | ৺ | | | |
ধা দিন্ তা কে টে ধা ধা দিন্ তা তেটে তেটে কেটে

| |
তেক্ ধা ধা দিন্ তা

৭ম।

| | | | |
ঘেটে তেক তেটে তেটে ঘেটে তেক তাকি তেটে কেটে

| | |
তেক ধেটে তেটে ঘেটে তেক তাকি তেটে

৮ম।

| ৺ | ৺ | ৺ |
ক তেটে থুন্ তেটে কতা কতা ধুমা কেটে

| ৺ | ৺ | ৺ |
না তেটে থুন্ তেটে কতা কতা ধুমা কেটে

৯ম।

| | | |

ঘে গে তে টে ঘে ঘে তেটে ধেটে তেটে ঘেনে তেটে

১০ম।

| | | |

ধা গি তে টে গেদি ঘেনে ধেটে তেটে কেটে তাক

| | | |

তাকি তেটে গেদি ঘেনে ধেটে তেটে কেটে তাক

১১শ।

| | | |

ধুমা কেটে কাতা কাতা কেটে তেক তাকি তেটে

| | | |

তাকি তেটে কাতা কাতা ধুমা কেটে গেদি ঘেনে

১২শ।

| | | |

ধেটে তেটে ঘেগে তেটে কেটে তেক তাকে তেটে

১৩শ।

| ৺ | ৺ | ৺ |

ক ত্রেকেট ধে তেটে ক ত্রেকেট ধে তেটে

| |

ক্রেধা তেটে তেটে

১৪শ।

| | | | | | | |

কৎ তেটে তেটে ক তেটে কতা কতা ধুমা কেটে গেদেন্ তানে

১। চৌতাল।

এই তাল ১২ মাত্রা। ইহাতে ৪টী তাল ও ২টী ফাঁক।

১। ঠেকা—বিলম্বিত বা ঢিমালয়।

\+
১ ০ ১ ০
| | | ৩ | | | ৩ | |

ধা দে টে নাগ ত্রেকেট ধেটে ধেটে নাগ ত্রেকেট ধেটে নাগ

\+
১ ১ ১
৩ | | | | |

ত্রেক্কেট ধেটে ধেটে তেটে কাতা গেদি ঘেনে। ধা

২। ঠেকা—মধ্যমলয়।

\+ +
১ ১ ০ ১ ১ ১
| | | | | | | | | | | | | |

ধা ধা দিন্ তা কৎ তাগে দিন্ তা তেটে কাতা গেদি ঘেনে ধা

৩। ঠেকা—দ্রুত লয়।

\+ +
১ ০ ১ ০ ১ ১ ১
| | | | | | | | | | | | |

ধা আ দে এৎ তে টে কা তা গে দি ঘে নে। ধা

৪। তেহাই।

\+
১ ০ ১
| | | | | |

ধাগি তেটে ধাগি তেটে তাকি তেটে তাকি তেটে তেটে কতা গেদি

\+
০ ১ ১ ১
| | | | | | |

ঘেনে ধা তেটে কাতা গেদি ঘেনে ধা তেটে কাতা গেদি ঘেনে। ধা

চৌতাল।
৫। তেহাই যুক্ত গদ।
ধেৎ তেটে তেটে কাতা কতে টেতে গেদি কাতা ধেৎ তা গেদি গেনে
ধা ধেৎ তা গেদি ঘেনে ধা ধেৎ তা গেদি ঘেনে | ধা
৬। তেহাই যুক্ত গদ।
ধেৎ ধেৎ ধেরে কেটে তাগে তেটে কতা ক্রান্ নানা কাতা গেদি গেনে
ধা কাতা নানা কাতা গেদি গেনে ধা কাতা নানা কাতা গেদিগেনে | ধা
৭। গদ।
ধা ধা দিন্ তা কেটে তাক ধা ধা দিন্ তা কেটে তাক তাক তেটে কেটে
তাক ধেরে ঘেনে তাগ ধা তেটে কাতা গেদি ঘেনে | ধা—

চৌতাল।

৮। তেহাই যুক্ত গদ।

+
১ ০ ১
| | | | | | |

ধেৎ তা ধেৎ তা ধেৎ ধেৎ তা গেদি তেটে কাতা গেদি ঘেনে ধা

| +
১ ১ | ১
৩ | | | ৩ | | | |

গেদি তেটে কাতা গেদি ঘেনে ধা গেদি তেটে কাতা গেদি ঘেনে | ধা

+
১
|

ধা

৯। গদ।

+
১ ০ ১
| | | | | |

ধা তেটে কতা ধুমা কেটে কতা ধেৎ তা ধেৎ তা ধুমা কেটে

| +
০ ১ ১ | ১
| | | | ৩ | | | |

কেটে তাগ ধেৎ তা ধেৎ তা তাগ ধা তেটে কাতা গেদি ঘেনে | ধা

১০। গদ।

+
১ ০ ১ ০
| ৩ | | ৩ | | | |

কৎ তেরে কেটে তাক ধা তেরে কেটে ধা ধুমা কেটে কেটে তাক তেটে

+
১ ১ | ১
| | | ৩ | | | |

কাতা গেদি ঘেনে গে দেন্তা আনে ধা তেটে কাতা গেদি ঘেনে | ধা

চৌতাল।

১১। ধুমাকেটের গদ।

\+ ১ | | ০ | | ১ | |

ধুমা কেটে ধুমা কেটে ধুমা কেটে ধুমা কেটে কাতা ধুমা কেটে কাতা

| ১ | | ১ | | + ১

ধুমা কেটে ধুমা কেটে ধুমা কেটে কাতা ধুমা কেটে কাতা গেদি ঘেনে ধা

১২। তেহাই যুক্ত ধুমা কেটের গদ।

\+ | | ০ | | ১ | |

ধুমা কেটে কাতা কাতা ধুমা কেটে কাতা কাতা ধুমা কেটে ধুমা কেটে

০ | | ১ | | ১ | |

কাতা কাতা ধুমা কেটে ধুমা কেটে কাতা ধুমা কেটে কাতা গেদি

| + ১ | | ০ | | ১ |

ঘেনে ধা কেটে তাক ধুমা কেটে কাতা ধুমা কেটে কাতা

| ০ | | ১ | | ১ | |

গেদি ঘেনে ধা কেটে তাক ধুমা কেটে কাতা ধুমা কেটে কাতা গেদি

| + ১ |

ঘেনে | ধা

চৌতাল।
১৩। ধুমা কেটের গদ।
ধুমা কেটে ধুনা কেটে কেটে তাক তাকি তেটে ঘেগে তেটে ধুমা কেটে
কেটে তাক তাকি তেটে কাতা কাতা ধুমা কেটে কেটে তাক
তাকি তেটে কা-তা থুন্না কেটে তাক তাকি তেটে কেটে তাক তাকি
তেটে কেটে তাক তাকি তেটে ধুমা কেটে কাতা ধুমা কেটে কাতা
গেদি ঘেনে । ধা
১৪। তেহাই যুক্ত গদ।
তেরে তেরে কেটে তাক গেদি ঘেনে ধা তেরে কেটে তাক তেরে কেটে তিক তা
তেরে কেটে তেরে কেটে তাগ ত্রান্ আন্ তা কেটে তাক ধা কেটে তাক—
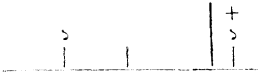
চৌতাল।

০ । ১ । । ০ । । ১ । ।
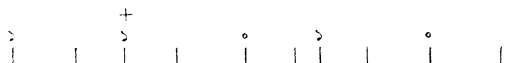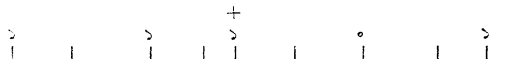
তেরে কেটে তাগ ঘ্রান্ আন্ তা কেটে তাগ ধা কেটে তাক তেরে কেটে তাগ

১ । । । + ১ ।

ঘ্রান্ আন্‌তা কেটে তাগ | ধা

১৫। আড়ীর গদ।

+ ১ । । ০ । । ১ । । ০ । । ১ । ।

কৎ তেটে তেটে কতে টে কাতা কাতা ধুমা কেটে গে দেন্‌তা থুন্ তেটে তেটে

১ । । + ১ । । ০ । । ১ । । ০ । ।
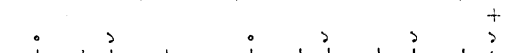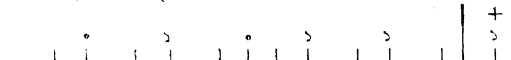
ক তেটে কাতা কাতা ধুমা কেটে গে দেন্‌তা না তেটে তেটে ক তেটে কাতা

১ । । ১ । । + ১ । । ০ । । ১ ।

কাতা ধুমা কেটে গে দেন্‌তা ধেৎ তেটে তেটে ক তেটে কাতা কাতা

। ০ । । ১ । । ১ । । + ১ । ।

ধুমা কেটে গে দেন্‌তা কাতা ধুমা কেটে গে দেন্‌তা কাতা ধুমা কেটে

০ । । ১ । । ০ । । ১ । । ১ । । + ১ ।

গে দেন্‌তা কাতা ধুমা কেটে গে দেন্‌তা গে দেন্‌তা গে দেন্‌তা ধা

। ০ । । ১ । । ০ । । ১ । । ১ । । + ১ ।

আ গে দেন্‌তা গে দেন্‌তা ধা আ গে দেন্‌তা গে দেন্‌তা ধা

চৌতাল।
১৬। তেহাই যুক্ত গদ।
কৎ তেটে ঘেনে তেটে ঘেনে নাতে ঘেগে ত্রেকেট গেদি ঘেনে
নাগ নাগ তেটে কাতা কতে টেতা গে দেন্তা কেনে নাগ ত্রেকেট তিকতা
কাতা কাতা ক তেটে তা গেনে ধেৎ তা গেনে ধা ধেৎ ধা আ ধেৎ
তাগে নেধা ধেৎ ধা আ ধেৎ তা গেনে ধা ধেৎ ধা
১৭। গদ।
ধা গেত্র দিন্ ঘেনে ধাগে তেটে কতা গেদি ঘেনে ধা ত্রেকেট ধেৎ তা
ত্রেকেট ধেৎ ধেৎ ধেৎ দে গেনে দে গেনে ধা তেটে কাতা গেদি ঘেনে
ক তেটে ধু তেটে ধুমা কেটে কাতা গেদি ঘেনে ঘেনে এনা ঘেনে

চৌতাল।

১৮। দ্রুতলয়ের গদ।

চৌতাল।

১৯। দ্রুতলয়ের আড়ীর গদ।

২০। দ্রুতলয়ের আড়ীর গদ।

চৌতাল।

২১। দ্রুতলয়ের গদ।

\+ ১ ০ ১ ০ ১

ধাগে নেধা তেটে তেটে ঘেগে তেটে ঘেগে তেটে ধুমা কেটে

১ + ১ ০ ১ ০ ১

ঘেগে তেটে ঘেনে নাগ দিন্‌তা থুন্‌ না তাগ তাগ তেটে তেটে ঘেগে তেটে

১ + ১ ০ ১ ০ ১

কাতা ঘেগে তেটে ধাগ তেটে তেটে ধাগ তেটে তেটে তাগ তেটে তাগ

১ + ১ ০ ১ ০ ১ ১

তেটে ক্রেধে তেটে ধা ক্রেধে তেটে ধা ক্রেধে তেটে ত্রান্‌ ক্রেধে তেটে গেদি

\+ ১

ঘেনে | ধা

চৌতাল।

২২। দ্রুতলয়ের গদ ণ

+ ১ ০ ১ ০ ১ ১ +১

ধা দিন্ ধা তেটে কেটে তিক তা কি তেটে ধুমা কেটে কেটে তাক তাকি

০ ১ ০ ১ ১ +১

তেটে কাতা ধুমা কেটে কেটে তিক তাকি তেটে কাতা গেদি ঘেনে | ধা

২৩। আঠার ধা যুক্তগদ।

+ ১ ০ ১ ০

ধা ত্রে কেটে তাক ধাগি ত্রে কেটে তাক ধা তেটে কাতা ধুমা কেটে—

চৌতাল।

২৪। গদ।

\+
১ ০ ১

ধে এনে ধে এনে নাগে নাগে ত্রেকেট দিন তা কতে তা কেনে

০ ১

তা কেনে ধেনে ঘে এ নারা আনে ধা দিনা কেটে তাক

\+
১ ১ ০

কাতা ধুমা কেটে গেদি নানা কেটে ধেটে তেটে কাতান্

১ ০

কেটে তাক তা কেনে তা কেনে ধাগি ত্রেকেট দিন তা ঘেন্নে

চৌতাল।

২৫। গদ।

ধা দিন্ ধা তেটে কেটে তিক তাকি তেটে কাতা ধুমা কেটে

কাতা কা--তা থুন তা কেটে তিক তাকে তেটে কেটে তিক্

তাকি তেটে ধুমা কেটে গে দেন্ তা কেটে তিক্ তাকি তেটে

ধুমা কেটে গে দেন্ তা কেটে তিক্ তাকি তেটে কাতা

ধুমা কেটে কাতা থুন্ থুন্ থুন্ নন্ গেদি ধুমা কেটে

চৌতাল।

০ ১ ০ ১

কাতা থুন্ থুন্ থুন্ থুন্ তা থুন গ্রেগে থুন গ্রেগে থুন

\+

১ ১ ০

থুন্ তেটে কাতা গেদি ঘেনে ধা গ্রেগে গ্রেগে থুন্ থুন্

১ ০ ১

তেটে কাতা গেদি ঘেনে ধা গ্রেগে গ্রেগে থুন্ থুন্

\+

১ ১

তেটে কাতা গেদি ঘেনে ধা

২৬। আড়ীর গদ।

চৌতাল।

ধি ঘেনে কেরে কেরে ক্রান কা তাগ তাগে নে ক্রে ধেৎ ধে কেটে

নাগ না রান ধা ত্রে কেটে ধা ধা গে তেটে তেটে ঘেগে তেটে তেটে তা

গে দেন্ তা গেনে তেরে কেটে তাগ তেরে কেটে তাগ ধা গে এ দি ঘেনে

গ্রে গেন তা কেনে ধা গ্রে গেন তাকে নে ধা গ্রে গেন তাকে নে।

ধা

২৭। গদ।

চৌতাল।

০ ১ ১
তেটে কেটে তাগ ঘ্রান্ ধেৎ তা গেদি ঘেনে না তেরে কেটে
+
১ ০
তাগ | তাগ তেরে কেটে তাগ তাগদি কেটে তাগ
১ ০ ১ ১ +
১
দেৎতা গেদি ঘেনে ধা দেৎতা গেদি ঘেনে ধা দেৎ তা গেদি ঘেনে | ধা

২৮। গদ।

+
১ ০ ১
ধা ঘে ঘে ধা ঘে ঘে ত্রেকেট ধেৎ ধেৎ তা গেদি গেনে তা
০ ১ ১
ঘ্রা আনধা কেটে তাগ তেরে কেটে ধা ঘেনে তেটে কাতা গেদি ঘেনে |
+
১ ০ ১
ধা ত্রেকেটে তাগ ধেটে তেটে কাতানে ধা

চৌতাল।

+
০ ১ ১ ১

কেটে তাগ ধেটে তেটে কাতানে ধা কেটে তাগ ধেটে তেটে কাতানে | ধা
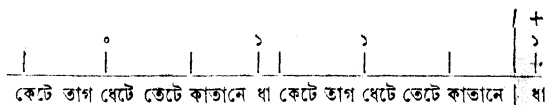
২৯। গদ।
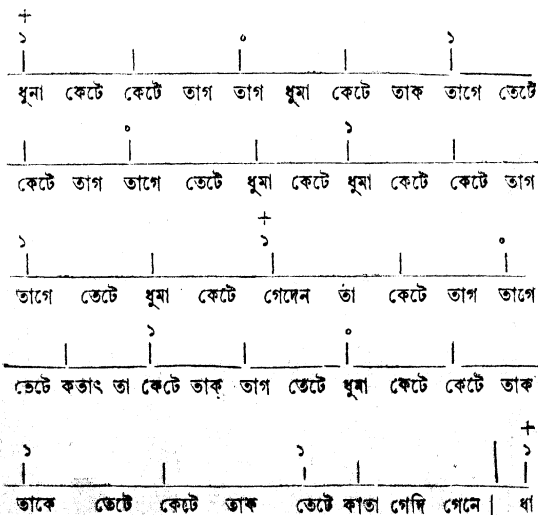
চৌতাল।

৩০। গদ।

+
১ ০ ১
ধেরে কেটে ধেরে কেটে ধেরে কেটে ধেরে কেটে দেৎ দেৎ
০ ১
ধেরে কেটে দেৎ দেৎ ধেরে কেটে ধেরে কেটে কেটে তাগ
+
১ ১ ০
তাগ তেরে কেটে তাগ তেরে কেটে তাকা ধুমা কেটে
১ ০ ১
তাকা থুন্ ক্রেধা ক্রেধা ক্রে ধেৎ ধেৎ ধেৎ ধাতে টেতে
+
১ ১ ০
নাগ তেটে ধেতা গেদ্দি গেনে কৎ তেটে ঘেঘে তেটে তাগ দিন তাগ
১ ০
তেটে দিগ নাগ নাগ নাগ দিগ তাগ তাগ তাগ
+
১ ১ ১
তেরে কেটে তাকা ধুমা কেটে তাকা গেদ্দি ঘেনে । ধা

চৌতাল।

৩১। গদ।

ধেরে কেটে ধেরে কেটে ধেরে কেটে কেটে তাগ তাগ তেরে

কেটে তাগ ধেরে. কেটে ধেরে কেটে কেটে তাগ ধেরে কেটে

কেটে তাগ ধেরে কেটে কেটে তাগ তাগ ধেরে কেটে তাগ

ধেরে কেটে ধেরে কেটে কেটে তাগ তাগ তেরে কেটে তাগ ধুমা কেটে

তাকা ধুমা কেটে তাকা গেদি ঘেনে | ধা

৩২। গদ।

ধা তেটে কাতা ধুমা কেটে কাতা ধেৎ তা ধেকে টেতা গেনে

ধাগ ধিন নাগ ক্রেধে তেটে তাকে এনে ধা কেটে ধা ক্রাধা

চৌতাল।

\+ ১ ০

আনা কেটে ধা ত্রেকেট ধে তেটে ধাগি তেটে ক্রেধে তেটে

১ ০ ১

ধাগি তেটে ধাগে দেগে নাগে তেটে কাতা কতে টেতা কতে টেতা

\+ ১ ১

কতেটেতা গেনে ধাগি ত্রেকেট তিকতা ক তেটে তা গেনে

০ ১ ০ ১

তা গেনে ধা আনে ধা তান্ ধা তা ধা তারে ধা ধেৎ তা ধা

\+ ১ ১

ত্রেকেট ধেতেটে কাতা গেদ্দি ঘেনে ধা ত্রেকেট ধিৎ তা

০ ১ ০

কৎ তেটে ধাগে এন ত্রেকেট ধেতে টেতা গেদ্দি ঘেনে ক তেটে

১ ১

তা গেনে ধাগি তেটে কাতা গেদ্দি ঘেনে ধা তেটে তেটে ধাগি তেটে

\+ ১

কাতা গেদ্দি ঘেনে | ধা

চৌতাল।

৩৩। ঠা দুন্ গদ।

ধা ধেৎ ধাদি ঘেনে ধাগি তেটে গেদি দিন্ ক তেটে ঘেনে নানা
ধাগে নেধা ত্রেকেট ধেটে ধা দিন্ ধা তেটে কেটে তাক তাকি
তেটে ধুমা কেটে কাতা ধুমা কেটে কাতা থুন্ তাকে ত্রনে ধাগ নাগ
নাগে ধাগে তাগে তেটে ত্রেকেট ধেৎ তা যে এনা ধাগে দিন্ নানা
নানা ধাঘে নেধা ঘেনে ধা দিন্ ধা ত্রেকেট তাক ক ধেৎ ধা
আ ধা গেনে ধা গেনে ধা দিন্ ধা ত্রেকেট তাক ক ধেৎ ধা আ
ধা গেনে ধা গেনে ধা দিন্ ধা ত্রেকেট তাক ক ধেৎ । ধা

চৌতাল।

৩৪। আড়ীর গদ।

\+
১ ০ ১ ০

কৎ তেটে তেটে ক ত্রেকেট ধে তেটে কাতা ধুমা কেটে গে দিন্

\+
১ ১ ১

তান ধা কেটে তা কেটে নাগ নারান্ কাতা ধুমা কেটে

০ ১ ০ ১

দেগ নারান্ কাতা ধুমা কেটে দেগ নারান্ তাগ দি দি কাতা

\+
১ ১ ০ ১

গেদেন্ তানে ধা ঘে গে তেটে কাতা থু উন্ থুন্ গ্রে গেন্

\+
০ ১ ১ ১

তানে ধা গ্রে গেন্ তানে ধা গ্রে গেন্ তানে | ধা

৩৫। অতীতের আড়ীলয়ের পরণ।

সমের পরের মাত্রা হইতে ধরিতে হবে।

চৌতাল।

ক তেটে ক্রান ক্রেধেৎ ধেতে টে ক ত্রেকেট ধেতে টে দিগ নারান
কাতা গেদি ঘেনে কাতা থুন্‌তা এ ধেটে তেটে কাতা থুন্‌তা
ক্রে ধেৎ ধেতেটে ক ত্রেকেট ধেতে টে ধা গেদি ঘেনে ধা গেদি
ঘেনে ধা ধা আনে ধেতে টে ক ত্রেকেট ধেতে টে ক্রেধে তেটে
কাতা ক তেটে ক্রান ক্রে ধেৎ ধেতে টে ক ত্রেকেট ধেতে টে দিন
নারান কাতা গেদি ঘেনে কাতা থুন্‌তা এ ধেটে তেটে কাতা থুন্‌তা
ক্রে ধিৎ ধেতে টে ক ত্রেকেট ধেতে টে ধা গেদি ঘেনে ধা গেদি ঘেনে । ধা
ধা আনে ধে তেটে ক ত্রেকেট ধে তেটে ক্রেধে তেটে কাতা ক তেটে

চৌতাল।

৩৬। কুয়ার তেহাই যুক্ত গদ।

চৌতাল।

			+ ১
ধা	গেদি	গেনে	ধা

৩৭। ষিতাঙ্গি ছন্দ গদ।

+ ১ ... ° ... ১

ধা কেটে ধাগে ত্রেকেট ধের কেটে তাগে ঘেঘে দেন তানে

° ... ১

তায়ানে তানে থুন্‌তা তাগে দেগে তা তেরে কেটে তাগ ধেরে

১ ... + ১

কেটে তাগ ধেরে কেটে তাক তেরে কেটে তাগ ধা কেটে

° ... ১

ধাগে ত্রেকেট ধেরে কেটে তাগে ঘেঘে দেন তানে তায়ানে তানে

° ... ১ ... ১
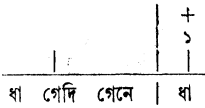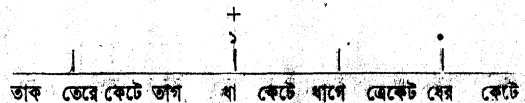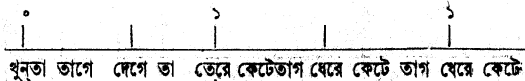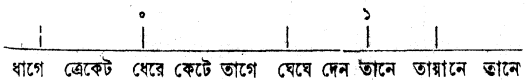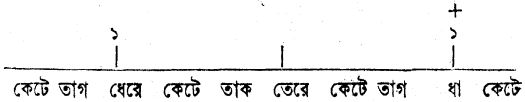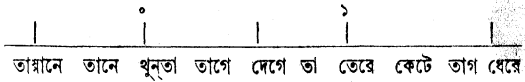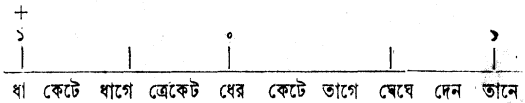
থুন্‌তা তাগে দেগে তা তেরে কেটেতাগ ধেরে কেটে তাগ ধেরে কেটে

+ ১ ... °

তাক তেরে কেটে তাগ ধা কেটে ধাগে ত্রেকেট ধের কেটে

চৌতাল।

গত পরম।

প্রথম তাল হইতে ধরিতে হবে

তিনবার বাজাইলে সমে পরিবে

৩৮। গদ।

১ ০ ১

তেটে তা তেটে কাতা কেটে তাগ ধুমা কেটে কেটে তাক তাকি

\+

১ ১ ॰

তেটে ধা গেনে ধিন নাগ ধেনে ধাগে নে ধিন নাগ ধেনে ধা

১ ॰

তেটে তা তেটে তাকা কেটে তাগ ধুমা কেটে কেটে তাক

চৌতাল।
তাকি তেটে ধা গেনে ধিন নাগ ধেনে ধা গেনে ধিন নাগ ধেনে ধা
তেটে তা তেটে তাকা কেটে তাগ ধুমা কেটে কেটে তাক তাকি
তেটে ধা গেনে ধিন নাগ ধেনে ধা গেনে ধিন নাগ ধেনে । ধা
৩৯। গদ।
ধাগে তেটে ধাগে তেটে তাকে তেটে তাকে তেটে
ত্রেধে তেটে ধেটে তেটে নাগে তেটে ধা গেনে ধা গেদি গেনে
ধা গেনে ধা গেনে কৎ থুথু তেটে গেদি গেনে
তেটে তেটে ক্রেধে তেটে কা তেটে তা আনে ধেৎ ধেৎ ত্রেকেট

চৌতাল।
ধেৎ তা ধে তেটে কা তা আনে ধা কের নাক ত্রেকেট তাগ ধি কের
তাক কের তাক গেদি গেনে | ধা
গনেশের বন্দনা।
অতীতের পরম অর্থাৎ বেশম হইতে ধরিতে হয়
৪০। গদ।
ধা শ্রবনা সুন্দরা নাম গন পৎ জ্ঞেনা নাথ গজান নম
দ্রেগে ধানে ধা কেটে তা দিন তা কেরে নাক তেরে কেটে
লঘু দার এ্কে দাগু়া ধা শ্রবনে সুন্দারা নাম গন পৎ জ্ঞেনা
নাথ গ জান নম দ্রেগে ধানে ধা কেটে দিন তা কেরে নাক

চৌতাল।
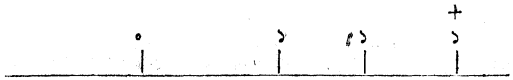
+				
০	১	১	১	

তেরে কেটে লম্বু দার একে দাণ্ডা ধা শ্রবনো সুন্দরা নাম গন পং

০ ১ ০ ১

জ্ঞেনা নাথ গঙ্গান নম দ্রেগে ধানে ধা .কটে তা দিন তা কেরে নাক তেরে

১ | + ১

কেটে লম্বু দার একে দাণ্ডা ধা

১। মধ্যম লয়ের তেহাই।

\+ ১ ০ ১ ০
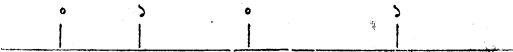
ধা ত্রেকেট তাক ধেরে তেরে কেটে তাগ ধেৎ তাগে এনা ধেৎ ধা

১ ১ | + ১

ধেৎ তাগে' এনা ধেৎ ধা ধেৎ তাগে এনা ধেৎ | ধা

চৌতাল।

২। বিলম্বিত লয়ের তেহাই।

সমের পরের মাত্রা হইতে ধরিতে হয়।

কুয়ারের তেহাই।

৩। প্রথম তাল হইতে ধরিতে হয়।

চৌতাল।

৪। তেহাই।

৩। তৃতীয় তাল হইতে ধরিতে হবে।

৫। তেহাই।

তৃতীয় তাল হইতে ধরিতে হবে।

চৌতাল।

৬। তেহাই।

সমের পর ফাক হইতে ধরিতে হবে।

৭। মধ্যম লয়ের তেহাই।

ইহা তৃতীয় তালের প্রথম তাল হইতে ধরিতে হইবে।

চৌতাল

৮। অনাঘাতের তেহাই।

সমের পূর্ব্ব তালের পর অর্থাৎ ১১॥ মাত্রা হইতে ধরিয়া সমের পর তিন মাত্রায় প্রথম ধা পুন ৪॥ মাত্রায় ধরিয়া আট মাত্রায় দ্বিতীয় ধা পুন ৯॥ মাত্রায় ধরিয়া তৃতীয় ধা সমে পরিল।
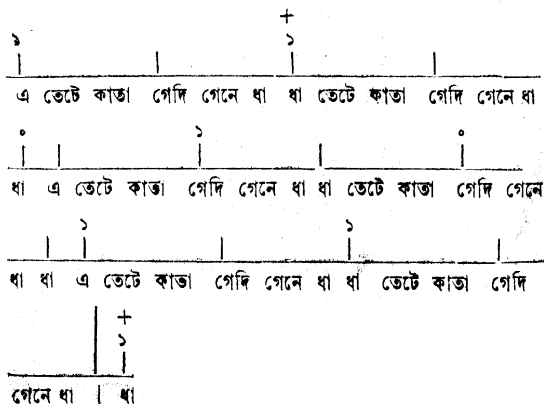
চৌতাল।

৯। মধ্যম লয়ের তেহাই।

প্রথম তাল হইতে ধরিতে হয়।

১ ০ ১

ত্রেকেট ধেৎ তেটে তেটে ধা ত্রেকেট ধেৎ তেটে তেটে ধা

১ + ১

ত্রেকেট ধেৎ তেটে তেটে | ধা

১০। মধ্যলয়ের তেহাই।

প্রথম তাল হইতে ধরিতে হবে

১ ০ ১ ১

ক ত্রেকেট ধেতা কেনে ধা ক ত্রেকেট ধে তানে ধা ক ত্রেকেট

+ ১

ধে তা কেনে | ধা

১১। মধ্যলয়ের তেহাই।

প্রথম তাল হইতে ধরিতে হবে।

১ ৮ ৮ ০ ৮

কেটে তেক তাক তেটে কেটে তেগ গেদি গেনে ধা দিন্‌তা

৫—

চৌতাল।

১
| ৮ | ৮ | ৮

কেটে তেক তাক তেটে কেটে তেগ গেদি গেনে ধা দিন্তা

+
১ ১
| ৮ | ৮ | |

কেটে তেক তাক তেটে কেটে তেগ গেদি গেনে | ধা

১২। মধ্যমলয়ের অতীতের তেহাই।

+
১ ০ ১
| | | | |

এ কং তেটে ঘেনে দিন্তা কের তেগ কের তেগ গদি গেন ধা

০ ১
| | | |

কং তেটে ঘেনে দিন্তা কের তেগ কের তেগ গদি গেনে ধা

+
১ ১
| | | | |

কং তেটে ঘেনে দিন্তা কের তেগ কের তেগ গেদি গেনে | ধা

১৩। মধ্যমলয়ের অতীতের তেহাই।

চৌতাল।

১৪। মধ্যমলয়ের তেহাই।

প্রথম তাল হইতে ধরিতে হবে।

চৌতাল।

১ ১

ধা তেটে কাতা গেদি গেনে ধা ধা তেটে কাতা গেদি গেনে

\+
১

ধা ধা | ধা

১৫। মধ্যলয়ের তেহাই।

তৃতীয় তালের প্রথম তালে ধরিতে হবে।

চৌতাল।

১৬। বিলম্বিত লয়ের অতীতের তেহাই।

সমের পরের মাত্রা হইতে ধরিতে হবে।

		০							১
৬		৬			৬				
কাতা	আতা	কেরে	তেক	তা	তেটে	কাতা	গেদি	গেনে	ধা

		০							১
৬		৬			৬				
কাতা	আতা	কেরে	তেক	তা	তেটে	কাতা	গেদি	গেনে	ধা

									+
		১							১
৬		৬			৬				
কাতা	আতা	কেরে	তেক	তা	তেটে	কাতা	গেদি	গেনে	ধা

শিক্ষার্থীগণ।

চৌতালে প্রত্যেক গদের গর্ভেই তেহাই সংলগ্ন আছে কিন্তু আমি তাহা প্রকাশ করিলাম না তাহার কারন এই যাহাদের লয়েতে সম্পূর্ণ জ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই তাহাদের পক্ষে সঙ্গতের সময় গানটি শেষ হইতে না হইতেই বাদকের গদের সঙ্গে তেহাইটি শেষ হইয়া যাইবে ইহা সঙ্গতের এপ্রকার রীতি নহে, অতএব শিক্ষার্থীগণ খুব গাঢ় মনোযোগের সহিত শিক্ষা কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিলে ভগবানের প্রসাদে নিজেই গদের গর্ভ হইতে তেহাই খুলিয়া বাজাইতে সক্ষম হইবেন ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই জন্য অনেক গদেই তেহাই খুলিয়া সন্নিবেশীত করা গেলনা। সুতরাং শ্রুতি মধুর পৃথক পৃথক কতকটী আলগা তেহাই সন্নিবেশীত করা গেল ও আর তাল ভাল গদ পরন ৫টী নিম্নে সন্নিবেশিত করা গেল।

চৌতাল।

৪১। তেহাই যুক্ত গদ।

ধা তেটে তা গেনে ধাগে ধি নানা নানা তেটে তেটে তা তেটে

তা দিনতা ক তেটে তা গেনে ধাগে ধি তাকে এনে ধা ধা

দিনতা গেদে ত্রন তায়ানে ধা আধা গেধি তাকে এনে ধাধা

দিনতা গেদে এন তায়ানে ধা আধা গেধি তাকে এনে ধাধা

দিনতা গেদে এন তায়ানে | ধা

৪২। তেহাই যুক্ত গদ।

ক্রে ধেৎ ক্রে ধেৎ ক্রান কেরে নাক ত্রেকেট ধুমা কেটে কেটে

চৌতাল।

১ | | ০ |

তাক তাকে তেটে ক্রান তেটে কাতা গেদি গেনে ধা কেটে তাক

| ১ | | ১ |

তাকে তেটে ক্রান তেটে কাতা গেদি গেনে ধা কেটে তাক তাকি

| | + ১ |

তেটে ক্রান তেটে কাতা গেদি গেনে | ধা

৪৩। কুয়ার পরণ।

সমের পর ফাক হইতে ধরিতে হবে।

০ | | ১ | |

কের তাক থুন থুন না কেটে তা আ.ধা দিন্‌তা ক্রেধা

০ | | ১ | | ১ |

দিন্‌তা কা তেটে ধা দিন্‌তা কা তেটে ধা দিন তা ক্রে ধেৎ

| + ১ | | ০ |

ধা দিন্‌তা কা তেটে ধা য়া ধা খুউন তা ধা কের তেক থুন

চৌতাল।

গন না কেটে তা আধা দিনতা ক্রেধা দিন্তা কা তেটে ধা

দিন্তা কা তেটে ধা দিন্তা ক্রে ধেৎ ধা দিন্তা কা তেটে

ধা থুউন তা ধা কের তেক থুন্ থুন্ না কেটে তা আধা দিন্তা

ক্রেধা দিন্তা ক তেটে ধা দিন্তা কা তেটে ধা দিন তা ক্রে

ধেৎ ধা দিন্তা কা তেটে ধা য়া থুউন তা | ধা

৪৪। মধ্যমলয়ের গদ।

চৌতাল।

৪৫। কুয়ার পরণ।

প্রথম তাল হইতে ধরিতে হয়।

চৌতাল।

ত্রেকেট তাগ ধা আ ধাগে ধিন ধাগে দিন্‌তা ত্রেকেট তাকে

দিন্‌তা ত্রেকেট তাকে ধা দিন্‌তা নাগ ধে এৎ ধা দিন্‌তা ঘেগে

তেটে এ ধা আতা ধা কের তাক তেটে ত্রেকেট তাগ ধা আ

ধাগে ধিন নাগে দিন্‌তা ত্রেকেট তাকে দিন্‌তা ত্রেকেট তাকে

ধা দিন্‌তা নাগ ধে এৎ ধা দিন্‌তা ঘেগে তেটে এ ধা আ তা ॥

ধা

সুরফাক্তা।

এই তাল পাঁচমাত্রা। ইহাতে ৩টী তাল ও ২টী ফাঁক।

১। ঠেকা বিলম্বিত লয়।

২। ঠেকা মধ্যমলয়।

৩। ঠেকা দ্রুতলয়।

সুরফাক্তা।

১। দ্রুতলয়ের তেহাই।

২। মধ্যমলয়ের তেহাই।

৩। মধ্যমলয়ের তেহাই।

সুরফাক্তা।

৪। মধ্যমলয়ের তেহাই যুক্ত গদ।

৫। গদ।

৬। দ্রুতলয়ের গদ।

সুরফাক্তা।
+
০ ১ ১ ০ ১
তেটে ধুমা কেটে কাতা ধুমা কেটে কাতা গেদি ঘেনে | ধা
৭। গদ।
+
১ ০ ১ ১
ধাধা দিন্‌তা কেটে তাক তেরে কেটে নাক তেৎ ক্রান্‌ গেধি
+
০ ১
গেনে ধা গেধি গেণে ধা গেধি গেনে | ধা
৮। তেহাই যুক্ত গদ।
+
১ ০ ১ ১ ০
ধাগ্নি তেটে নাগে তেটে ক্রেধে তেটে নাগে তেটে ধেৎ ধেৎ
+ +
১ ০ ১ ১ ০ ১
ধেটে তেটে গোদন্‌ তানে ধা এ ত্রেকেট ধানে ধানে | ধা
৯। তেহাই যুক্ত গদ।
+
১ ০ ১ ১ ০
ধাগি তেটে তাগি তেটে ক্রেধা তেটে ধুমা কেটে গেদি ঘেনে

সুরফাক্তা।

১০। গদ।

+ +
১ ০ ১ ১ ০ ১

তেটে তেটে ঘেগে তেটে গেদি ঘেনে নাগ তেৎ ক্রান্ তাক

+
০ ১ ১ ০ ১ ০

তেৎ থুন্ না নাক তেৎ ধা ঘেগে তেটে থুন্ তা ঘেগে তেটে

+
১ ১ ০ ১ ০ ১ ১

ধা তা ক্রানে দিন্ তা ক্রান্ ধা তা তেটে কাতা গেদি

+
০ ১ ০ ১ ১

ঘেনে ধা তেটে কাতা গেদি ঘেনে ধা তেটে কাতা

+
০ ১

গেদি ঘেনে । ধা

সুরফাক্তা।

১১। গদ।

\+
১ ০ ১

তেরে কেটে তাগ তেরে কেটে তাগ তেরে কেটে ধেৎ তা

\+
১ ০ ১ ০

গেদি ঘেনে কতান্ ধা তেটে ঘেনে ঘেন্ তেরে. কেটে তাগ

১ ১ ০

তেরে কেটে ধা তেরে কেটে তাগ তেরে কেটে তাগ তেরে কেটে

\+
১ ০ ১ ১ ০

ধেৎ তা তেরে কেটে তাগ ধা তেরে কেটে তাগ ধা তেরে কেটে

\+
১

তাগ | ধা

১২।

\+
১ ০ ১

ধা তেরে তেরে নাগ দি দি কেটে তাগ কড়াম্ম কেটে

সুরফাক্তা।

তাগ তেটে কতা গেদি ঘেনে ধা কৎ দি কৎ তাগ ধা ধা
কেটে তাগ ধা কেটে তাগ তেরে কেটে তাগ ধা গেদি
ঘেনে ধা কেরে নাক তেরে কেটে তাগ ধা গেদি গেনে ধা কের
নাক তেরে কেটে তাগ ধা গেদি গেনে । ধা

১৩। গদ।

তাগ দিগ তাগ তেটে গ্রান্ তাগ দিগ তাগ তেটে গ্রান্
তেটে গ্রান্ তেটে গ্রান্ দেন্ তা ঘেঘে তেটে গেদি ঘেনে ধা

সুরফাক্তা।

১
১
গেদি ঘেনে নাগ নাগ তেরে কেটে নাগ তেরে কেটে
০
+
১
তাগ ধুমা কেটে তাকা গেদি ঘেনে । ধা

১৪। গদ।

+
১
০
১
ধা ঘেরে নাগ ধা ঘেরে নাগ দেৎ ধেটে ক্রান্ ধেরে
১
০
+
১
০
নাগ তেরে কেটে তাকা থুন্ থুন্ তা ত্রান্ দেৎ ধেরে
১
১
০
কেটে কেটে তাগ তাগ ধা কতা ক্রান্ আন্ তা তেটে তেটে কাতা
+
১
গেদি গেনে । ধা

সুরফাক্তা।

১৫। তেহাইযুক্ত গদ।

১৬। তেহাইযুক্ত গদ।

সুরফাক্তা।

\+
১ ০ ১ ১ ০

ধেৎ তেটে তেটে কাতা কা ত্রেকেট ধে তেটে কাতা গেদি গেনে

\+
১ ০ ১ ১ ০

কা ত্রেকেট ধে তেটে কা ত্রেকেট ধে তেটে কাতা কাতা গেদি গেনে

\+ +
১ ০ ১ ১ ০ ১

ধা তেটে তেটে কা ত্রেকেট ধে তেটে কাতা কাতা গেদি গেনে ধা

\+
০ ১ ১ ০ ১

তেটে তেটে কা ত্রেকেট ধে তেটে কাতা কাতা গেদি গেনে । ধা

১৭। আড়ীর তেহাইযুক্ত গদ।

সুরফাক্তা।

+
১ ১ ৹ ১

তা কেটে ত্রেকেট তাক তা কেটে ত্রে ঘেনে ধি তাকে টেতা ক

৹ ১

তা ত্রেকেট তাক ত্রেকেট তাক ত্রেকেট তাগ ধা ত্রেকেট তাক

+
১ ৹ ১

ত্রেকেট তাগ ধা ত্রেকেট তাক ত্রেকেট তাগ | ধা

১৮। তেহাইযুক্ত গদ।

+
১ ৹ ১

ধাগে তেটে ক্রেধে তেটে গেদি গেনে নাগে তেটে কাতা কাতা

+
১ ৹ ১

ঘেগে তেটে গেদি গেনে নাগে তেটে ধেৎ ক্রান ধা কেটে তেক

• ১ ১ ৹

তাকি তেটে ধেৎ ক্রান তাগ ধা ধেৎ ক্রান তাগ ধা ধেৎ ক্রান

+
১

তাগ | ধা

সুরফাক্তা।
১৯। তেহাইযুক্ত গদ।
+ ১ ০ ১
ধা কেটে তাগ ধা ঘেরে নাগ তেরে কেটে তাগ ধি ঘেরে নাগ
১ ০ + ১ ০
থুন্না নানা কের তাগ গেদি গেনে ধা ঘে তান ধা ঘে তান
১ ১ ০
ধাধা দিন্তা কেটে তাক তেটে তার ধা তেটে কাতা গেদি গেনে
+ ১ ০ ১ ১
ধা তেটে তার ধা তেটে কাতা গেদি গেনে ধা তেটে তার ধা
০ + ১
তেটে কাতা গেদি গেনে | ধা
২০। তেহাইযুক্ত গদ।
+ ১ ০ ১ ১
ঘে ত্রেকেট তাক তা ত্রেকেট তাক ক ত্রেকেট তাক ঘের তেরে

সুরফাক্তা।

২১। ধুমাকেটের তেহাইযুক্ত গদ।

সুরফাক্তা।

ধুমা কেটে গেদি গেনে ধা ন্না কেটে তেক তাকি তেটে কাতা
কাতা ধুমা কেটে কেটে তেক তাকে তেটে ধুমা কেটে গেদি গেনে।
ধা

২২। গদ।

তাকে কেটে তাগ ধা কেটে তাক তেটে কেটে তাগে গেদি
ঘেনে নাগ থুন ন্না না ন্না তেটে কাতা গেদি গেনে তা
ন্নান তা ন্নান ন্না ধা দিনতা কেটে তাগ তেরে কেটে কাতা

সুরফাক্তা।
+
১ ০ ১
ধুমা কেটে কাতা গেদি গেনে | ধা
২৩। তেহাইযুক্ত গদ।
+ +
১ ০ ১ ১ ০ ১
ধেরে কেটে তাক তেরে কেটে তাগ ধেরে কেটে ধেৎ তা গেদি
০ ১ ১ ০
গেনে কাতা কেধা তেটে ঘেনে থুন ত্রে কেটে তাগ ত্রেকেট ধা
+
১ ০ ১ ১
ধেরে কেটে তাক তেরে কেটে তাক তেরে কেটে ধেৎ তা তেরে
+
০ ১
কেটে ধা তেরে কেটে ধা তেরে কেটে | ধা
২৪। ধুমাকেটের গদ।
+
১ ০ ১
ধুমা কেটে কেটে তাক তাকে তেটে কেটে তাকা ধুমা কেটে কেটে

সুরফাক্তা।

১	০	+১
তাক তাকে তেটে কেটে তাগ	ধুমা কেটে কেটে তাক	কতে

০	১
টেতে কেটে তেক	তাকি তেটে কেটে তেক	কতে টেতে কেটে তেক

১	০	+১	০
তাকি তেটে কেটে তেক	কতে টেতে কেটে তেক	ধা	তেটে

১	১	০
কাতা গেদি গেনে	ধা তেটে কাতা	গেদি গেনে ধা	তেটে কাতা

	+১
গেদি গেনে	ধা

২৫। আড়ীর গদ।

+১	০	১	১
ধেগে তেটে	তেটে ধেনে কতা ক্কেটে	দ্বি গেনে ত্তা	ক ক্রেকেট ধে

সুরফাক্তা।

০ | + ১ | ০ | ১

কেটে দি গেতে তা ঘেনে ঘেনে ঘেনে ঘেনে কতা কেটে কা

১ | ০ | + ১

তাক তা কেটে দি গেনে তা ক তেটে তেটে ক তাক ধে

০ | ১ | ১ | ০

তেটে ক ত্রেকেট ধে তেটে ধা ক ত্রেকেট ধে তেটে ধা ক

| + ১

ত্রেকেট ধে ধেটে | ধা

১। তেহাই।

স্বরফাক্তা।

+ ১
ধেৎ | ধা
২। তেহাই।
+ ১ ০ ১ ১
ধা ত্রেকেটে তাক ধি ক ত্রেকেটে তাক তা তেটে কাতা গেদি
+ ০ ১ ০ ১
গেনে ধা ক ত্রেকেট তেক তা তেটে কাতা গেদি গেনে ধা ক
১ ০ + ১
ত্রেকেটে তেক তা তেটে কাতা গেদি গেনে | ধা
৩। তেহাই।
+ ১ ০ ১ ১
ধেৎ তা ধেৎ ধেরে তেরে কেটে ধা ধেৎ ধেরে তেরে কেটে ধা
০ + ১
ধেৎ ধেরে তেরে কেটে | ধা

ধামার।

এই তাল ৭ মাত্রা হইতে ৩টী তাল ফাঁক নাই।

ধামার।
ধা আ কেটে তাগ গেদি ঘেনে | ধা
৪। গদ।
ধা তেটে তা গেনে ধা তা গেদি ঘেনে ধা ঘেগে দিন্ তা কৎ ঘেগে
তেটে কাতা গেদি ঘেনে ধা দিন্ তা কৎ ঘেগে তেটে
কাতা গেদি ঘেনে ধা দিন্ তা কৎ ঘেগে তেটে কাতা
গেদি ঘেনে | ধা
৫। গদ।
ধাগে তেটে তেটে কেটে তিক দিন্ তা কেটে তাক তাগে তেটে আ

ধামার।

১

|　　|　　|

.তরে কেটে তিক কেটে তিক তেটে তারে ধা তেটে কতা গেদি ঘেনে

\+
১

|　|　|　১　|　|

ধা কেটে তিক তেটে তারে ধা তেটে কতা গেদি ঘেনে ধা কেটে

১　　　　　　　　+
　　　　　　　　　১

|　|　|

তিক তেটে তারে ধা তেটে কতা গেদি ঘেনে | ধা

৬০। গদ।

ধামার।
৭। গদ।
ধাগে তেটে ক্রান্ গেদি ঘেনে নাগে তেটে তাকে তেটে ক্রান্
নাগে তেটে গেদি ঘেনে | ধা
৮। গদ।
ধা তেটে কতা ধুমা কেটে কতা থুম্‌তা কেটে তাগ ধা কেটে
নাগ নাগ তাকি তেটে তাকি তেটে তাকি তেটে ক্রান্ কেটে তাগ
ধা কেটে নাগ নাগ | ধা
৯। গদ।
ধাগি তেটে ক্রেটে কত্রে কেটে তিক তেটে তেটে কেটে তিক

ধামার।
ধেরে তেরে কেটে তিক তা ধেরে তেরে কেটে তিক ধেরে তেরে
কেটে তিক ধা তেটে তেটে ধেরে তেরে কেটে তিক ধেরে তেরে
কেটে তিক ধা তেটে তেটে ধেরে তেরে কেটে তিক ধেরে তেরে
কেটে তিক | ধা
১০। ধুমাকেটের গদ।
ধুমা কেটে কেটে তাক তাকে তেটে ধুমা কেটে কেটে তাক তাকে
তেটে কেটে তিক কতে টেতে কেটে তিক তাকে তেটে ধুমা কেটে
কেটে তিক তাকে তেটে কেটে তিক | ধা

ধামার।

১১। তেহাইযুক্ত গদ।

\+
১

ধা ত্রেকেট তাক তা কেটে তাক ধা ত্রেকেট তাক তা কেটে

তাক ধেরে তেরে কেটে তাক তাক ত্রেকেটে তাক ধেৎ ক্রান্

\+
১

ধেৎ ক্রান ধা কের তেক ধেৎ ক্রান ধেৎ ক্রান ধা কের তেক

ধেৎ ক্রান ধেৎ ক্রান | ধা

১২। আড়ীর গদ।

ধামার।

১৩। ধুমাকেটের গদ।

১৪। ধুমাকেটের গদ।

ধামার।

১৫। তেহাই যুক্ত গদ।

ধামার।

তেরে কেটে তাক ধা তেটে তেটে ধেরে তেরে কেটে তাগ ধেরে

তেরে কেটে তাগ | ধা

১৬। তেহাইযুক্ত গদ।

ধেৎ ধেৎ ধেটে তেটে ক্রেধে তেটে তাকে তেটে ঘেনে তেটে

কেটে তাক তাকে তেটে ধা গে তেটে কেটে তাক ক ত্রেকেট

ধে তেটে তাগ দে গেনে দে গেনে তাগ ধা কের তাগ ধা ঘের

নাগ ত্রেকেট ধা কের তাগ ধা কের তাগ ধা ঘের নাগ ত্রেকেট

ধা কের তাগ ধা কের তাগ ধা ঘের নাগ ত্রেকেট | ধা

ধামার।

১৭। তেহাইযুক্ত গদ।

ক ত্রেকেটে তেক তা ধেরে তেরে কেটে তেক তা থুন ত্রেকেটে

তেক তা ধেরে তেরে কেটে তেক তা কৎ ত্রেকেটে তাক তাক

ত্রেকেটে তাগ ধা কৎ ত্রেকেটে তাক তাক ত্রেকেটে তাক ধা

কৎ ত্রেকেটে তাক তাক ত্রেকেটে তাগ । ধা

১৮। তেহাইযুক্ত ঠা দুনের গদ।

ধাগে দ্দি ঘেনে ধাগি তেটে কাতা গেদি গেনে ধা ত্রেকেট ধেৎ তা

গেদি গেনে ধা কাতা কেধে তেটে তা কেটে তাগ ধেৎ তা তেটে

কাতা গেদি গেনে ধা তেটে কাতা গেদি গেনে ধা তেটে কাতা

ধামার।
গেদি গেনে | ধা
১৯। তেহাইযুক্ত গদ।
ধাগি তেটে তাকি তেটে তাকি তেটে গেদি গেনে নাগ ধেৎ গেদি
গেনে ক তাকে ধে তেটে তেটে ধা কাতাকে ধে তেটে তেটে ধা
কাতাকে ধে তেটে তেটে | ধা
২০। আড়ীর গদ।
ধেটে তেটে তেটে ধা গেনে ধা তেটে তাকে দিইন না দিন কাতাক ধা
কেটে তাগ তাকে ধে কেটে ধেরে কেটে ধেরে কেটে কাতা ক

ধামার।

তেওরা।

এই তাল ৩॥ মাত্রা কিন্তু প্রথম শিক্ষার্থিগণের সুবিধার জন্য ৭ মাত্রা করিয়া দেওয়া হইল। ইহাতে ৩টী তাল ফাঁকনাই।

তেওরা।
তেটে তেটে কেটে তাগ গেদি ঘেনে । ধা
৩। ধুমাকেটের গদ।
ধুমা কেটে কাতা ধুমা কেটে গেদি ঘেনে তেরে
তেটে কাতা ধুমা কেটে গেদি ঘেনে । ধা
৪। গদ।
ধা তেরে কেটে তাক তা ধেটে তেটে ঘেগে তেটে
কেটে তাগ গেদি গেনে তা তেরে কেটে তাক তা
ধেটে তেটে ঘেগে তেটে কেটে তাগ গেদি ঘেনে । ধা

তেওরা।

৫। তেহাই যুক্ত গদ।

তেওরা।

দিনতা কেটে তাগ ধেটে তেটে কেটে ক্রেধে কের নাগ

গেদি গেনে ধা তেটে কেটে ক্রেধে কের নাগ গেদি গেনে

ধা তেটে কেটে ক্রেধে কের নাগ গেদি গেনে | ধা

ধামারের গদেই তেওরায় সঙ্গত চলিবে বলিয়া অধিক গদ দেওয়া হইল না ধামার ও তেওরা একই লহেজা কেবল তাল ভিন্ন মাত্র।

ঝাঁপতাল।

এইতাল ৫মাত্রা। ইহাতে ৩টী তাল ১টী ফাঁক।

১। ঠেকা

ঝাপতাল।
২। গদ।
+
১ ১ ০ ১
ধাগে তেটে ধাগে তেটে তেটে তাকে তেটে ধাগে তেটে
+
১
তেটে | ধা
৩। তেহাইযুক্ত গদ।
+
১ ১ ০ ১ ১
ধা ত্রেকট ধা তেটে তেটে তা ত্রেকেটে ধা গেদি ঘেনে ধা ত্রেকট
+
১ ০ ১ ১
ধা গেদি ঘেনে ধা ত্রেকেট ধা গেদি ঘেনে | ধা
৪। তেহাইযুক্ত গদ।
+
১ ১ ০ ১
ধাগে তেটে ঘেনে তাগে তেটে তাগে তেটে কাতা গেদি ঘেনে

ঝাপতাল।
+
১ ১ ০ ১
৩ ৩
ধা তেটে কতা গে'দ ঘেনে ধা তেটে কতা গেদি গেনে।
+
১
ধা
৫। তেহাইযুক্ত গদ।
+
১ ১ ০ ১
৩ ৩
ধাগি তেটে কাতা কাতা কাতা তাকি তেটে কাতা গেদি ঘেনে
+
১ ১ ০ ১
৩ ৩
ধা তেটে কাতা গেদি ঘেনে ধা তেটে কাতা গেদি ঘেনে।
+
১
ধা
৬। গদ।
+
১ ১ ০ ১
৩ ৩
ধাগি তেটে ক ত্রেকেট টৈ তেটে তাকে তেটে ধা গেদি ঘেনে

ঝাপতাল।
গে ত্রেকেট তিক ক ত্রেকেট তিক তা ক ত্রেকেট তিগ গে
ত্রেকেট তিগ তা | ধা
৭। গদ।
ধুমা কেটে কেটে তিগ ধুমা কেটে ত্রেটে তিগ তাগে তেটে ক
তে টেতে কেটে তিক ধুমা কেটে কেটে তিগ তাগে তেটে |
ধা
৮। তেহাইযুক্ত গদ।
ধা ত্রেকেট তিগ ধা ধা ক্রানে ধা ত্রেকেট তা ত্রেকেট তিগ ধা

ঝাপতাল।

ক্রানে ধা গেদি ঘেনে ধা ত্রেকেট ধা ক্রানে ধা গেদি ঘেনে

ধা ত্রেকেট ত্রেকেট ধা ক্রানে ধা গেদি ঘেনে | ধা

৯নং গদ।

ধা ত্রেকেট তাগ ধের তের ঘের নাগ ঘের নাগ কের নাক কের নাক

ত্রেকেটে তেক তা কেদি কেনে তা ত্রেকেট তাগ ধের তের ঘের নাগ

ঘের নাগ কের নাক কের নাক ত্রেকেটে তেগ ধা গেদি গেনে | ধা

১০নং গদ।

ত্রান ঘের নাগ ত্রেকেট ঘের নাগ ত্রান কের নাক ক্রেকেট ক্রান

ঝাপতাল।

কের নাক ত্রেকেট ক্রান কের নাক ত্রেকেট কের নাগ ম্রান ঘের নাগ

ত্রেকেট ঘ্রান ঘের নাগ ত্রেকেট | ধা

১১নং গদ।

ধাগে তেটে ঘেনে টেতে গেদি গেনে ধাগে তেটে নাগ ধেৎ ঘেতা য়ানে

কেটে তাক তেটে কেটে নাক তেৎ ক্রান তাকে তেটে কেনে টেতে

কেদি কেনে তাকে তেটে নাগ ধেৎ ঘেতা য়ানে ঘেরে তাগ

তেটে কেটে নাগ ধেৎ ম্রান | ধা

ঝাপতাল।

১২। আড়ীলয়ের তেহাইযুক্ত গদ।

ধানে ধা কেটে ধা ত্রেকেট ধে তেটে দি গেনে না গেনে ক ত্রেকেট

ধে তেটে গে দেন তানে তানে তা কেটে ধা ত্রেকেট ধে তেটে

দি গেনে না গেনে থুন ত্রেকেট ধে তেটে গে দেন তানে ধাগে দেন

তা গে দেন তানে ধা গে দেন তা নেধা গে দেন তানে | ধা

১৩। তেহাইযুক্ত গদ।

ধাগি নে তাগ ধা ঘের নাগ ত্রেকেট কেদি কেনে তাকি নে

তাগ ধা ঘের নাগ ত্রেকেট গেদি ঘেনে ধেৎ তাকে এনে ধেৎ ধা য়া

ঝাপতাল।

ধের তের কেটে তাগ ধেৎ তাকে এনে ধেৎ ধা ঘা ধের তের কেটে

তাগ ধেৎ তাকে এনে ধেৎ | ধা

১৪। তেহাইযুক্ত গদ।

ধা ক্রে ধেৎ তা ঘের নাগ দিন তা ক ত্রেকেট তাক কের নাক

ত্রেকেট তাগধি কেটে তাক ধেৎ ক্রানে ধেৎ ধা কের তাক ধেৎ ক্রানে

ধেৎ ধা কের তাগ ধেৎ ক্রানে ধেৎ | ধা

১৫। গদ।

ধা ত্রেকেটে তাক ধুমা কেটে কেটে তিক তাকি তোটে তা তে কেটে

ঝাপতাল।
তিক ধুমা কেটে কেটে তিক তাকি তেটে | ধা
১৬। তেহাইযুক্ত গদ।
ধা ত্রেকেটে তাগ ঘ্রান্ কেটে তিক কেটে তিক তা ত্রেকেটে
তাগ ঘ্রান্ ঘেরে তিগ ঘেরে তিগ ধা কেটে তিগ ঘ্রান্ ঘেরে তিগ
ঘেরে তিগ ধা কেটে তিগ ঘ্রান্ ঘেরে তিগ ঘেরে তিগ | ধা
১৭। গদ।
ধা ত্রেকেটে তাক তা কের তাক ধেৎ তা-আতা কের তাক ধেৎ তা
আতা তা কের তাক তা ত্রেকেটে তাক তা কের তাগ ধেৎ তা আতা

ঝাপতাল।
কের তাগ ধেৎ তা আতা কের তাগ | ধা
১৮। গদ।
ধাগে তেটে ক্রেধা তেটে গেদি গেনে তাকে তেটে তাকে ত্রেকেট
দিন তা কাতা ধা গেনে ধা য়ানে ধা না ক্রান ধেরে ঘেরে নাগ
গেদি গেনে | ধা
১৯। তেহাইযুক্ত গদ।
ধা দিন তা ধা দিন তা ধা দিন ধা তেরে কেটে তাক তা তেরে কেটে
তাক ধেরে তেরে ঘেরে তাক তা ত্রেকেটে তাক ক্রান ধা ক্রেধি

ঝাপতাল।

মুল তাল।

এই তাল ৮ মাত্রা। ইহাতে ৩টী তাল ১টী ফাক।

১। ঠেকা।

মুল তাল।

৩। তেহাই যুক্ত গদ ;

১ ১

ধা ধা দিন্ তা কেটে তাগ তাগে তেটে ক ত্রেকেট

০

ধে তেটে কাতা কেটে তাগ তাগে তেটে কেটে তাগ

১

গেদি ঘেনে ধা কেটে তাগ গেদি ঘেনে ধা কেটে

+
১

তাগ গেদি ঘেনে । ধা

মুল তাল।

৪। তেহাইযুক্ত গদ।

+ ১ | | ১ | |

ধানে ধানে ধা তেরে কেটে তাকে তেটে ঘ্রান্ দিন্‌তা কেটে তাগ

০ | | ১ |

দ্দিন্‌তা তেরে কেটে তাগ তেরে কেটে তাগ ধেটে তেটে গেদি ঘেনে ধা

| | + ১ |

গেদি ঘেনে ধা গেদি গেনে | ধা

৫। তেহাইযুক্ত গদ।

+ ১ | | ১ |

ধুমা কেটে ধুমা কেটে কেটে তিক তাকে তেটে কাতা কাতা

| ০ | |

ধুমা কেটে কেটে তিক তাকে তেটে কেটে তিক তেটে তেটে কেটে

১ | | | + ১ |

তিগ তাকে তেটে গেদি ঘেনে ধা গেদি ঘেনে ধা গেদি ঘেনে | ধা

মুল তাল।
৬। গদ।
+
১ ১
ঘেরে নাগ ঘেরে নাগ ধেটে তেটে ঘেরে নাগ ধা ঘেরে নাগ তেটে
০
কেরে নাক তেরে কেটে কেরে নাক তাক তেরে কেটে তাক তেরে
+
১ ১
কেটে ঘেরে নাগ তেটে ঘেরে তাগে ঘেরে তাকে তেটে কেরে নাক
১
কেরে নাক তেটে তেটে কেরে নাক তা কেরে নাক তেটে কেরে নাক
০ ১
তেরে কেটে কেরে নাগ তাক তেরে ঘেরে নাগ ধেরে ঘেরে ঘেরে নাগ
+
১
তেটে ঘেরে তাগে ঘেরে ধাগে তেটে | ধা
৭। আড়ীর গদ।
+
১ ১
ত্রেকেটে তাক তা গেনে ধাগে ধাগে তেটে ক তেটে তেটে ধাগে নে

মূল তাল।
দিন ত্রেকেট ধেৎ তা তা ধা ধা গেনা ঘেনে ঘেনে কাতা কা তেটে
ক্রান তা ধান তেটে ক ত্রেকেট ধে তেটে দি গেনে দি গেনে
ত্রেকেটে তে ক্রান কেরে নাক তেটে ধা ধা তেটে ঘেনে গেন তা
গেন তা কেরে নাক ঘেরে নাগ ঘেরে নাগ | ধা
৮। মূল তাতেল গদ।
নগর ধিত তগন ধা ধা কির ধেত তা ধ বান কিট তক ধাগ তেটে
ধা গেনে কত গগনে কত তরিত কিট তক ধা গেনে নার ধিত তা
ঘেনে ধা ধা কেটে তক ঘে টেত ত গিন তেটে ঘে টেত

রূপক।
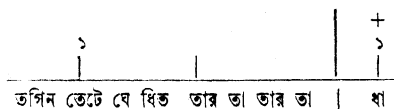
রূপক।

এই তাল ৭মাত্রা ইহাতে দুইটী তাল ও ১টী ফাঁক।

এই ফাকেই সম পরে।

১। ঠেকা।

২। গদ।

+
০
কাতা গেদ্দি ঘেনে | ধা

রূপক।
৩। গদ।
ধা ক্রান্ ধা দিন তা কৎ তেটে তেটে ঘেনে তাগ ধা গেদি
ঘেনে ধা ক্রান্ ধা দিন তা কৎ তেটে তেটে ঘেনে তাগ ধা গেদি
ঘেনে ধা ক্রান্ ধা দিন তা কৎ তেটে তেটে ঘেনে তাগ ধা গেদি
ঘেনে | ধা
৪। গদ।
থুন্ তেটে ঘেনে ঘেতা আন্ কাতা তাগ তেটে কতা থুন্ গ্রেগে
থুন্ গ্রেগে থুন্ ধা দিন্ তা গ্রেগে থুন গ্রেগে থুন্ ধা দিন তা

রূপক।

৫। তেহাই যুক্ত গদ।

৬। গদ।

রূপক।

+ (০), ১ at ক, ০ at ধা, ১ at ক

ক ত্রেকেট ধে | এতা কেনে | ধা ক্রে | দিন ধা | দিন্তা | ক ত্রেকেট

ধে | তেটে কতা | ক ত্রেকেট ধে | তা কেনে | ধা ক্রা | আনে ধা

দিন্তা | ক ত্রেকেট ধে | তেটে কাতা | ক ত্রেকেট ধে | তা কেনে |

ধা

আড়া চৌতাল।

এই তাল ৭মাত্রা ইহাতে ৪টী তাল ও ৩টী ফাঁক।

১। ঠেকা।

আড়া চৌতাল)
+
১
ঘেনে | ধা
২। গদ।
+
১ ১ ০ ১ ০ ১
ধা গেনে ধা গেনে কেটে তাক তেটে তেটে কেটে তাক ধেটে তেটে
০ +
১
গেদি ঘেনে | ধা
৩। গদ।
+
১ ১ ০ ১ ০
ধাগে তেটে ধাগে তেটে কেটে তাক তাকে তেটে কেটে তাক
১ ০ +
১
তেটে কাতা গেদি ঘেনে | ধা
৪। তেহাই যুক্ত ধুমা কেটের গদ।
+
১ ১ ০
ধুমা কেটে কেটে তাক ধুমা কেটে কেটে তাক তেটে তেটে কেটে

আড়া চৌতাল।

৫। গদ।

উপসংহারে ইহাও উল্লেখ করা যাইতেছে যে এই পুস্তিকায় পটতাল, খামষা, বিরপঞ্চ, মোহন, রাশ, দোবাহার, ব্রহ্ম, রুদ্র, ব্রহ্মযোগ, লক্ষি, সাত্তি মঞ্চ, বিজয়ানন্দ, নিঃসারক, চচ্চৎপুৎ, চাচপুদ, চপক, জয়মঙ্গল, কন্দর্প, নন্দন, সম্পার্ক, অষ্টপদি, কুন্তল, শ্রীসেখর, সারঙ্গ, এই সকল তালের কেবল ঠেকার বোল দেওয়া হইয়াছে এতদ্দেশে এই সকল তালের গায়ক নাই সুতরাং এই সকল তালেরও প্রচলিত নাই। অতএব

সেইজন্য ঐ সকল তালের গদ পরন ইত্যাদি সন্নিবেশিত করিলে বৃথা পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হয় ইহা কোন প্রয়োজনে আসে না। তবে শিক্ষার্থী-দিগের আগ্রহ দেখিলে পশ্চাৎ দ্বিতীয় খণ্ডে ঐ সকল তালের গদ পরন ইত্যাদি ও প্রচলিত তালেরও বিস্তৃতভাবে বিস্তার করিয়া প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

পটতাল।

এই তাল আদি এই তাল হইতেই যাবতীয় তালের সৃষ্টী হইয়াছে।

এই তাল ৪ মাত্রা ইহাতে ১টী তাল ১টী ফাঁক।

১। ঠেকা।
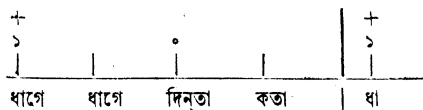
খামসা।

এই তাল ৮ মাত্রা ইহাতে ৫টী তাল ৩টী ফাঁক।
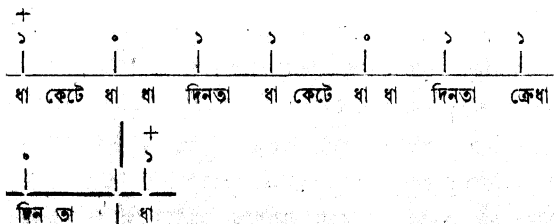
১। ঠেকা।

বীরপঞ্চ।

এই তাল ৮ মাত্রা ইহাতে ৫টী তাল ৩টী ফাঁক।

১। ঠেকা যথা।

শান্তি তাল।

এই তাল ১০ মাত্রা ইহাতে ৭টী তাল ও ৩টী ফাঁক।

১। ঠেকা যথা।

মোহন তাল।

এই তাল ১২ মাত্রা ইহাতে ৭টী তাল ৫টী ফাঁক।

১। ঠেকা যথা।

রাসতাল।

এই তাল ১২ মাত্রা ইহাতে ৮টী তাল ৪টী ফাঁক।

১। ঠেকা যথা।

মঞ্চতাল।

এই তাল ৬ মাত্রা ইহাতে ৪টী তাল ২টী ফাঁক।

১। ঠেকা যথা।

বিজয়ানন্দ তাল।

এই তাল ৬ মাত্রা ইহাতে ৩টী তাল ৩টী ফাঁক।

১। ঠেকা যথা।

বিজয়ানন্দ তাল।

| +
 ১
---|---
গেনে | ধা

২। গদ।

+
 ১   ০   ১   ০   ১   ০

ধা ঘেরে নাগ তেটে ঘেরে নাগ কেরে নাক গেদ্দি ঘেরে

| +
 ১
---|---
নাগ | ধা

নিঃসারক তাল।

এই তাল ৪ মাত্রা ইহাতে ১টী তাল ১টী ফাঁক।

১। ঠেকা যথা।

দোবাহার তাল।

এই তাল ১৩ মাত্রা ইহাতে ৯টী তাল ৪টী ফাঁক।

১। ঠেকা যথা।

+
১ ০ ০ ১ ১ ১ ১ ০
| | | | | | | |

ধা য়া তিন্নাক থুন্ থুন গেদি গেনে গেদি গেনে ক তাক ধি

১ ১ ১ ১ ০
| | | | |

ন্নাক ধুমা কেটে তেরে কেটে নাগ ধেৎ ধা ধা কেটে

+
১
|| |

তাগ | ধা

ব্রহ্ম তাল।

এই তাল ১৪ মাত্রা ইহাতে ১০টী তাল ৪টী ফাঁক।

১। ঠেকা যথা।

রুদ্রতাল।

এই তাল ১৬ মাত্রা ইহাতে ১১টী তাল ও ৫টী ফাঁক।

। ঠেকা যথা।

চঞ্চৎপুট তাল।

এই তাল ৭ মাত্রা ইহাতে ৩টী তাল ৪টী ফাঁক।

১। ঠেকা যথা।

চাচপুট তাল।

এই তাল ৪ মাত্রা ইহাতে ৩টী তাল ১টী ফাঁক।

১। ঠেকা যথা।
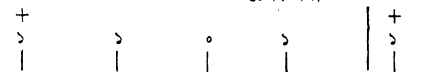
লক্ষ্মী তাল।

এই তাল ৮ মাত্রা ইহাতে ৫টী তাল ৩টী ফাঁক।

১। ঠেকা যথা।
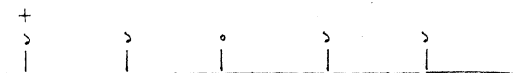
চপক তাল।

এই তাল ৩ মাত্রা ইহাতে ২টী তাল ১টী ফাঁক।

১। ঠেকা।

ব্রহ্মযোগ তাল।

এই তাল ২৮ মাত্রা ইহাতে ১২টী তাল ৬টী ফাঁক।

১। ঠেকা যথা।

\+
১ ০ ১ ১ ০ ১

ধা তেটে ধা দ্দিন ধা ধা কেটে তাক তেটে কেটে কেটে তাক

১ ১ ০ ১ ১

কেটে তাক ধা গেনে ধা ঘেনে নাগ ধেরে কেটে ধেৎ তা

১ ১ ০ ১ ০ ১

ধেৎ তা কেটে তাগ ঘেনে ধা ধা গেনে ধা ঘেনে ধা তেটে

০ + ১

কাতা গেদি গেনে | ধা

জয়মঙ্গল তাল।

এই তাল ৮ মাত্রা ইহাতে ৫টী তাল ৩টী ফাঁক।

১। ঠেকা যথা।

কন্দর্প তাল।

এই তাল ৯ মাত্রা ইহাতে ৫টী তাল ৪টী ফাঁক।

১। ঠেকা যথা।

নন্দন তাল।

এই তাল ৫ মাত্রা ইহাতে ৩টী তাল ২টী ফাঁক।

১। ঠেকা যথা।

অষ্টপদী তাল।

এই তাল ১৪ মাত্রা ইহাতে ৮টী তাল ২ ফাঁক॥

১। ঠেকা যথা।

অষ্টপদী তাল।
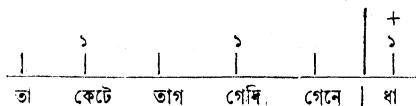
কুণ্ডল তাল।

এই তাহ ১০ মাত্রা ইহাতে ৬টী তাল ৪টী ফাঁক।

১। ঠেকা যথা।
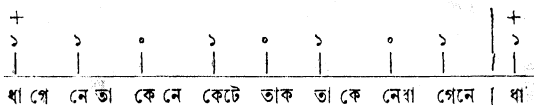
শ্রীসেখর তাল।

এই তাল ১১ মাত্রা ইহাতে ৬টি তাল ৫টী ফাঁক।

১। ঠেকা যথা।
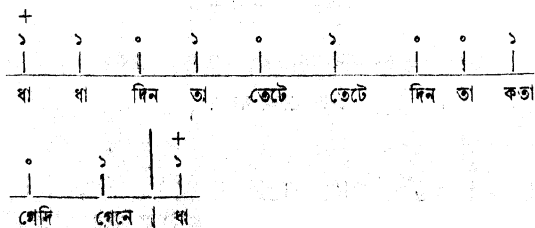
সারঙ্গ তাল।

এই তাল ৪ মাত্রা ইহাতে ১টী তাল ১টি ফাক

১। ঠেকা যথা।

সঙ্গত।

গানের লয়ের সহিত বাদ্যের লয়ের ঐক্য করার নাম সঙ্গত।

এই ঐক্য করার অর্থ গানের সম,তাল, ফাঁকও মাত্রার সহিত বাদ্যের সম, তাল, ফাকও মাত্রা মিলাইয়া যাওয়া, তন্মধ্য বিশেষ এই সঙ্গীত ছন্দের ঝোঁকে ঝোঁকে যাহাতে বাদ্যের ও ঝোঁক সকল সুন্দর রূপে মিলিয়া যায় তাহার প্রতি ও মনোযোগ রাখা কর্ত্তব্য। যেমন নানা ছন্দে গঠিত গান আছে তেমনি বাজনারও নানা ছন্দে গঠিত বোল আছে। এই পুস্তকে প্রত্যেক তালের নানাপ্রকার ছন্দের বোল দেওয়া আছে। যে সময়ে যে বোলটি ঐরূপ সুন্দর রূপে ঝোঁকে ঝোঁকে মিলে সেইটিই সেই সময়ে বাজান উচিত। প্রথম শিক্ষার্থিগনের পক্ষে প্রথমে ইহা কঠিন বোধ হইতে পারে কিন্তু সঙ্গত করিতে করিতে ইহা সহজ হইয়া পড়িবে।

সঙ্গত।

সম, তালও ফাঁক, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বাজাইবার প্রত্যেক ওয়ার্দ্দাতেই একটি করিয়া সম পাওয়া যাইবে কিন্তু যে সমে গায়ক গানের বিরাম দিবেন অর্থাৎ উপস্থিত ভাগের শেষ করিবেন তাহাকে মোকাম কহে, কোনস্থলে গায়ক বিরাম দিবেন তাহা প্রথম প্রথম না হউক ক্রমে গানের ঝোঁক দেখিয়া সহজে বুঝিতে পারিবেন। এই স্থলে বাদক তেহাই বাজাইয়া ঠিক মোকামের উপর ধা দিলে সঙ্গত অতি মিষ্ট হইয়া থাকে।

ধ্রুপদ গানের চারিটি করিয়া পদ বা তুক্ আছে যথা আস্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী এবং আভোগ। কোন কোন ধ্রুপদে কেবল আস্থায়ী এবং অন্তরা এই দুইটী মাত্র তুক আছে। প্রত্যেক তুকের শেষ সমেই মোকাম এই স্থলে তেহাই দিয়া ধা দিতে হইবে। কোন তুকে কত ওয়ার্দ্দা তাহার কোন নিয়ম নাই। অধিকাংশ ধ্রুপদে আস্থায়ী যত ওয়ার্দ্দা অন্তরা তাহার দ্বিগুণ সঞ্চারী অন্তরার সমতুল্য এবং আভোগ আস্থায়ীর চতুর্গুণ। কিন্তু সর্ব্বত্র এরূপ হয় না। কোন গানে চারি তুকই সমান কোন গানে আস্থায়ী অপেক্ষা অন্তরা ১॥গুণ ইত্যাদি পাঁচ রকম গানের সহিত সঙ্গত করিতে করিতে বাদক এগুলি ক্রমে বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

বাদক গান আরম্ভ হইবা মাত্রই বাজাইতে আরম্ভ করিবেন না প্রথমতঃ গানের ছন্দ এবং বিলম্বিত কিম্বা দ্রুত গতি ও ঝোঁক দেখিয়া কি তাল ইহা বুঝিয়া লইবেন। পরে ঝোঁক দৃষ্টে কোথায় সম পড়িতেছে তাহাও দেখিয়া লইবেন। সম বুঝিতে পারিলে কোথায় তাল কোথায় ফাঁক পড়িতেছে তাহা ও বুঝিয়া লইবেন। পরে কত সময় অন্তর সম তাল ফাঁক পরিতেছে তাহা দেখিয়া মাত্রার ওজন বুঝিয়া লইবেন। এইগুলি স্পষ্ট বুঝিতে

সঙ্গত।

পারিলে তবে বাজাইতে আরম্ভ করিবেন। প্রথন প্রথম এইগুলি বড়ই কঠিন বোধ হইবে শেষে কসরত করিতে ২ এমন অভ্যাস হইয়া যাইবে যে আর ভাবিতে হইবে না সহজেই বুঝিয়া লইতে পারিবেন। এমন কি হস্ত আপনা হইতেই চলিতে আরম্ভ হইবে।

প্রথম শিক্ষার্থিগণের সঙ্গত শিক্ষা করিতে প্রথমে একজন গায়কের আবশ্যক। গায়ক কি তালে গান করিবেন তাহা অগ্রে বলিয়া দিবেন। গান করিবার সময় হস্তে সম্, তাল, ফাঁকের তালি দিতে থাকিবেন। বাদক সেই সঙ্গে সমভাবে বাজাইয়া গেলে ক্রমে ক্রমে গানের লয় অর্থাৎ ঝোঁক সকল সহজেই বুঝিতে পারিবেন, এবং একবার হৃদয়ঙ্গম হইয়া গেলে গানের ঝোঁক বুঝিতে আর কষ্ট হইবেনা।

আস্থায়ীতে ঠেকা বা সহজ গদ বাজান উচিত। পরে ক্রমে অন্তরাও সঞ্চারীতে গদ পরনাদি ব্যবহার করিবেন। আভোগে যত হস্ত কৌশল দেখাইতে পারিবেন ততই ভাল। যে সময় গায়ক নীম্ন স্বরে গাইবেন তখন পাখোয়াজও মৃদুভাবে বাজাইতে হইবে। গানের স্বর ছাপাইয়া পাখোয়াজের শব্দ না উঠে। যখন গায়ক উচ্চ স্বরে গাইবেন তৎপ্রতি খেয়েল রাখিবেন। তখন সঙ্গে সঙ্গে পাখেয়াজের শব্দও উচ্চ করিয়া বাজাইতে হইবে। যখন গায়ক দুন বা পরদুনে গাইবেন তখন বাদকেরও দুন পরদুনে বাজাইতে পারিলে ভাল হয়।

সম বিষম অতীত ও অনাগত।

সঙ্গীতজ্ঞ মহাত্মরা গান শেষ করিবার চারিটি স্থল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা সম বিষম অতীত ও অনাগত। প্রায় সকল গায়কেই গান সমে শেষ করিয়া থাকেন। বিষম অতীত ও অনাগতে শেষ করা অতি কঠিন। তদ্রূপ করিতে পারেন এরূপ গায়ক প্রায় দেখা যায় না। উচ্চ শ্রেণীর গায়ক ব্যতিত সাধারণে এ কৌশল দেখাইতে সক্ষম নহেন।

গান সমে ত্যাগ না করিয়া কিছু পরে ত্যাগ করিলে তাহাকে অতীত কহে। সমের কিছু পূর্ব্বে ত্যাগ করিলে তাহাকে অনাগত কহে। অতীতের পর এবং অনাগতের পূর্ব্বে গান ত্যাগ করিলে তাহাকে বিষম কহে। একটি তালে যত মাত্রা সেই মাত্রা সংখ্যাকে তিন ভাগ করিলে যদি গান প্রথম ভাগের মধ্যে যে কোনস্থলে শেষ হয় তাহাকে অতীত কহে। যদি দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে যে কোনস্থলে শেষ হয় তাহাকে বিষম কহে। আর তৃতীয় ভাগের মধ্যে যে কোনস্থলে শেষ হয় তাহাকে অনাগত কহে। যথা চৌতাল ১২ মাত্রা। প্রথম চারিমাত্রা অতীতের স্থল। প্রথম চারি মাত্রার পর আর চারিমাত্রা বিষমের স্থল। শেষ চারিমাত্রা অনাগতের স্থল। এই রূপ সকল তালেই বুঝিতে হইবে। কেহ কেহ বিষমকে অনাঘাত এবং অনাগতকে বিষম কহেন।

প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে ইহা বড়ই কঠিন। তথাপি ইহা জানিয়া রাখা উচিত। ক্রমে যতই লয়জ্ঞান হইবে এবং সঙ্গতে অধিকার জন্মিবে ততই এই সকল প্রণালী বুঝিতে পারিবেন।

সম্পূর্ণ।

কলিকাতা ভারত সঙ্গিত সমাজের সঙ্গত অধ্যাপক ও বাদন শিক্ষক শ্রীপ্রসন্নকুমার সাহা বণিক প্রণীত ও প্রকাশিত।

তবলা তরঙ্গিনী।

তৃতীয় সংস্করণ।

১ম খণ্ড।

যাহারা তবলা বাদ্য শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের পক্ষে এই পুস্তক খানি বিশেষ প্রয়োজনীয়। কারণ অতি সরল ভাষায় বিশদরূপে বাণি ও বোল হাতে তুলিবার জন্য যে ভাবে বুঝাইয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতে শিক্ষক বা ওস্তাদের সাহায্য ব্যতিরেকে অক্লেশে তবলা বাদন শিক্ষা করিতে পারা যায়। আদৌ অন্যের সাহায্য প্রয়োজন হয় না। শিক্ষার্থিদিগকে বিশেষ অনুরোধ পুস্তক দেখিয়া একবার পরীক্ষা করিলে আমি শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

বিখ্যাত তবলা বাদক মুরশিদাবাদ নিবাসী আতা হোসেন খাঁ সাহেবের নিকট হইতে আমার শিক্ষা প্রাপ্ত।

শ্রীপ্রসন্নকুমার সাহা বণিক।

ঠিকানা—২৪নং যোগীনগর, (ঢাকা)।

মফঃস্বলের অর্ডার পাইলে ভিঃ পিঃ ডাকে পুস্তক পাঠাইয়া থাকি।

বিজ্ঞাপন।

তবলা তরঙ্গিনী।

২য় খণ্ড।

তবলাতরঙ্গিনীর প্রথম ভাগের অতিরিক্ত ভিন্ন২ তালের আরও কতকগুলি ঠেকা এবং গৎ প্রভৃতি দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইল। তবলাতরঙ্গিনীর প্রথম ভাগে প্রথম শিক্ষার উপযোগী বোল মাত্র দেওয়া হইয়াছিল, এই খণ্ডে আরও কতিপয় অতি সুন্দর ২ শ্রুতিমধুর বোল কিয়ৎ পরিমাণে কঠিণ বোল সন্নিবেশিত করা গেল। ভরসা করি যাঁহারা তবলাতরঙ্গিনীর প্রথম ভাগদ্বারা তৃপ্তি লাভ না করিয়াছেন তাঁহারা এই খণ্ডের বোল সুচারুরূপে আয়ত্ত করিতে পারিলে যথেষ্ট আনন্দ পাইবেন। এই খণ্ডের বোলসমূহের কোন বাণী কিপ্রকারে উঠাইতে হইবে তাহার উপদেশ ভিন্নভাবে পুনরায় দেওয়া হয় নাই. কেবল যে সকল বাণী অপেক্ষাকৃত কঠিন তাহা হস্তে উঠাইবার প্রণালী প্রথম খণ্ডে যে যে পৃষ্ঠায় বিবৃত করা হইয়াছে সেই সেই পৃষ্ঠার উপদেশ আলোচনা করার উল্লেখ করা হইয়াছে।

তবলাতরঙ্গিনীর প্রথম ভাগের বোলসমুহ বহু শিক্ষার্থী তবলা বাদন অভ্যাস করিয়াছেন এবং আরও বোলবাণীর অভাবে তাঁহাদের অনেক নিরুৎসাহ হইয়াছেন জানিতে পারিয়া তবলাতরঙ্গিনীর দ্বিতীয় ভাগ প্রণয়ন করিলাম। শিক্ষার্থীগণ এই পুস্তকের সাহায্যে তৃপ্তি সাধন করিতে পারিলেই সকল পরিশ্রম সফল মনে করিব।

নানাবিধ সঙ্গীত শাস্ত্র হইতে সংগ্রহ।

তালের নাম।

"অ"

১। অঙ্ক।

২। অঙ্কাভরণ।

৩। অঙ্গতাল।

৪। অর্জ্জুন তাল।

৫। অদ্রুতালী।

৬। অর্দ্ধ জ্যোতিকা।

৭। অর্দ্ধ মাত্রা।

৮। অনঙ্গ তাল।

৯। অন্তর ক্রীড়া।

১০। অন্তর ছা।

১১। অতি রূপক।

১২। অট তাল।

১৩। অবক্ তাল।

১৪। অসম।

১৫। অস্ত্র।

১৬। অষ্টপদী।

১৭। অষ্ট মঙ্গল।

১৮। অভঙ্গ।

১৯। অভিনন্দ।

২০। অষ্টতালী।

"আ"

২১। আড্ড্।

২২। আদোদাৎ।

২৩। আদি তাল।

২৪। আদ্ধা (দাদ্‌রা)।

২৫। আহি নন্দ।

২৬। আভি নন্দ।

২৭। আড়া।

২৮। আড় খেমটা।

২৯। আড়া চৌতাল।
(ছোট চৌতাল)

৩০। আড়ব।

৩১। আস্ত তাল।

৩২। আয়েলিলা।

"ই"

৩৩। ইড়াবান।

৩৪। ইন্দ্রবজ্র।

৩৫। ইন্দ্রভাষ।

"উ"

৩৬। উগ্রা।

৩৭। উৎসব।

৩৮। উচ্ছব।

৩৯। উদঘট।

৪০। উদয়স্মিন।

৪১। উদ্দস্ত।

৪২। উদীক্ষণ।

৪৩। উপদান।

"উ"

৪৪। উৰ্দ্ধতালী।

"এ"

৪৫। একতালী, এক তালিকা বা একতালা।

"ঐ"

৪৬। ঐশিক।

"ও"

৪৭। ওষধীশ।

"ক"

৪৮। কাওয়ালী।

৪৯। কাহারবা।

৫০। কাশ্মিরী খেমটা।

৫১। কুন্তল।

৫২। কন্দর্প।

৫৩। করালমঞ্চ।

৫৪। কয়েৎ সোয়ারী।

৫৫। কোকলা।

৫৬। কোহয়া তাল।

৫৭। কর্ণতাল।

৫৮। কাওয়াল।

৫৯। ক্রেত তাল।

৬০। কঙ্কন তাল।

৬১। কঙ্কাল।

৬২। কন্দু তাল।

৬৩। কন্দুক।

৬৪। করণ।

৬৫। করণযতি।

৬৬। কলধ্বনি।

৬৭। কল্যাণ।

৬৮। কীর্ত্তিতাল।

৬৯। কুড়ক্ক।

৭০। কুণ্ডনাচি।

৭১। কুণ্ডল।

৭২। কুবিন্দক।

৭৩। কুমুদ।

৭৪। কুম্ভতাল।

৭৫। কোকিলপ্রিয়।

৭৬। ক্রীড়া তাল।

৭৭। কোকিলারব।

৭৮। কাককলা।

৭৯। কীরশঙ্কা।

৮০। কমলা।

৮১। কম্বুক।

৮২। করণাখা।

৮৩। কঙ্কণ।

৮৪। করুণী।

৮৫। কুহক্ক।

৮৬। কুণ্ডনাচি।

৮৭। কল্যাণ [illegible]।

১৩৪। চতুর্থ তাল।

১৩৫। চতুর্ম্মুখ।

১৩৬। চন্দ্রকলা।

১৩৭। চন্দ্রক্রীড়।

১৩৮। চন্দ্রিকা।

১৩৯। চিত্রতাল।

১৪০। চন্দ্রবিম্ব।

১৪১। চন্দ্রশেখর।

১৪২। চিহ্নতাল।

১৪৩। চন্দ্রমাত্রা।

১৪৪। চক্র।

১৪৫। চণ্ড কৌশিক।

১৪৬। চতুর।

১৪৭। চন্দ্রতপ।

১৪৮। চম্পক।

১৪৯। চূড়ামণি।

১৫০। চঞ্চুপুট।

১৫১। চাঁচড়।

"ছ"

১৫২। ছেপ্‌কা বা ছপকী।

১৫৩। ছবক্‌তাল।

১৫৪। ছুটকা।

"জ"

১৫৫। জয়মঙ্গল।

১৫৬। জরজম্বি তাল।

১৫৭। জাজিয়াৎ।

১৫৮। জিজুনাৎ।

১৫৯। জায়েতাল।

১৬০। জয়শ্রী।

১৬১। জ্যোতিতাল।

১৬২। জগঝম্প।

১৬৩। জগমমঞ্চ।

১৬৪। জনক।

১৬৫। জয়তাল।

১৬৬। জগচ্চন্দ্র।

১৬৭। জৈমিনি।

১৬৮। জৈতি।

১৬৯। জেষ্ণু।

"ঝ"

১৭০। ঝম্পতাল বা ঝাঁপতাল।

১৭১। ঝুমরা।

১৭২। ঝুলুম বা খেমটা।

১৭৩। ঝোম্বর।

"ট"

১৭৪। টঙ্ক

১৭৫। টেঙ্কিক।

"ঠ"

১৭৬। ঠুংরী।

১৭৭। ঠেগিকার।

২২২। নিরসিঙ্গা।

২২৩। নারথাকি।

২২৪। নন্দিবর্দ্ধন।

২২৫। নান্দী।

২২৬। নিঃশাঙ্ক।

২২৭। নিঃশঙ্কলী।

২২৮। নৃপ।

২২৯। নলকুবর।

২৩০। নন্দীশ।

২৩১। নাগরাজ।

২৩২। নিজ।

২৩৩। নিশঙ্কসি।

২৩৪। নীল বোম্ব।

"প"

২৩৫। পোস্ত।

২৩৬। পটতাল।

২৩৭। পঞ্চম সোয়ারী।

২৩৮। পরদ ও তাল।

২৩৯। পঞ্চতালী।

২৪০। পঞ্চম।

২৪১। পঞ্চাঘাত।

২৪২। পরিক্রম।

২৪৩। পার্ব্বতী নেত্র।

২৪৪। পার্ব্বতী লোচন।

২৪৫। পর্ব্ব।

২৪৬। প্রতাপ শেখর।

২৪৭। প্রতিতাল।

২৪৮। প্রতিমঞ্চ বা প্রতিমণ্ঠ

২৪৯। প্রত্যঙ্গ।

২৫০। প্রসিদ্ধ।

২৫১। পঞ্চালী।

২৫২। পঙ্কজ।

২৫৩। পঞ্চবান।

২৫৪। পাতাল কুণ্ডলী।

২৫৫। পার্ব্বতী লক্ষণ।

২৫৬। পুরন্দর।

২৫৭। পুষ্পক।

২৫৮। পূর্ণচন্দ্র।

২৫৯। পূর্ণধন।

২৬০। পৃথ্বীকুণ্ডলী।

২৬১। প্রতাপরুদ্র।

২৬২। প্রতিম।

২৬৩। পদ্মোতমালী।

"ফ"

২৬৪। ফোরদস্ত।

"ব"

২৬৫। বীরপঞ্চ।

২৬৬। ব্রহ্মতাল।

২৬৭। ব্রহ্মযোগ।

২৬৮। বিক্রমাদিত্য।

২৬৯। ঘিসমতাল।

২৭০। বেরামতাল।

২৭১। বেদবাদর।

২৭২। বীরতাল।

২৭৩। বেকরাম তাল।

২৭৪। বঙ্গদীপক।

২৭৫। বঙ্গাভরণ।

২৭৬। বঙ্গোদ্যোত।

২৭৭। বনমালী।

২৭৮। বর্ণতাল।

২৭৯। বর্ণভিন্ন।

২৮০। বর্ণভীরু।

২৮১। বর্ণমঞ্জিকা।

২৮২। বর্ণযতি।

২৮৩। বর্ণলীল।

২৮৪। বর্দ্ধন।

২৮৫। বর্দ্ধমান।

২৮৬। বসন্ত।

২৮৭। বিজয়।

২৮৮। বিদ্যাধর।

২৮৯। বিন্দুমালী।

২৯০। বিপুল।

২৯১। বিলোকিত।

২৯২। বীরবিক্রম।

২৯৩। [illegible]।

২৯৪। বাদকাকুল।

২৯৫। বিষম সমুদ্র।

২৯৬। বীরদশক।

২৯৭। বিরাম ব্রহ্ম।

২৯৮। বসন্তবাক।

২৯৯। বং।

৩০০। বঙ্গনীল।

৩০১। বঙ্গপ্রদীপ।

৩০২। বঙ্গরূপক।

৩০৩। বঙ্গেশ।

৩০৪। বজ্রমালী।

৩০৫। বন্দুক।

৩০৬। বরুণ।

৩০৭। বর্ণমঞ্চ।

৩০৮। বর্ণ মল্লিকা।

৩০৯। বস্তুদর্শন।

৩১০। বংশকলীকা।

৩১১। বিকঙ্ক।

৩১২। বিচারপ্রতি মঞ্চ।

৩১৩। বিচিত্রা।

৩১৪। বিজয় মঞ্চ।

৩১৫। বিদ্যাবিনোদ।

৩১৬। বিদ্রগ।

৩১৭। বিপ্র।

৩১৮। বিভ্রম।

৩১৯। বিশ্বসম্ভব।

৩২০। বৃহৎ।

৩২১। ব্রীড়া।

"ভ"

৩২২। ভরতাঙ্গা।

৩২৩। ভায়েরোতাল।

৩২৪। ভগ্নতাল।

৩২৫। ভৃঙ্গতাল।

৩২৬। ভৈরব মণ্ডুক।

৩২৭। ভরতানন্দ।

৩২৮। ভৈরব।

৩২৯। ভাষা।

৩৩০। ভগবান।

৩৩১। ভিন্নমঞ্চ।

৩৩২। ভ্রমর।

"ম"

৩৩৩। মধ্যমান।

৩৩৪। মোহন তাল।

৩৩৫। মঞ্চ।

৩৩৬। ময়ুর।

৩৩৭। মারহাট্টীতাল।

৩৩৮। মাক্কুতাল।

৩৩৯। মকরন্দ।

৩৪০। মঞ্চক।

৩৪১। মাঞ্চিকা।

৩৪২। মদনতাল।

৩৪৩। মলয়তাল।

৩৪৪। মল্লতাল।

৩৪৫। মল্লিকামোদ।

৩৪৬। মণ্ডুক।

৩৪৭। মকরভ্রম।

৩৪৮। মগদ্বিপদ।

৩৪৯। মঞ্জুমঞ্জরী।

৩৫০। মণ্ডন।

৩৫১। মধুব্রত।

৩৫২। মধুমতি।

৩৫৩। মল্লিকা।

৩৫৪। মহাসন্নি।

৩৫৫। মিশ্রতাল।

৩৫৬। মিশ্রবর্ণ।

৩৫৭। মুকুন্দ।

৩৫৮। মুদ্রিতমঞ্চ।

৩৫৯। মোক্ষপতি।

৩৬০। মাতৃকা।

৩৬১। মুক্তাবলী।

৩৬২। মদনদোলী।

৩৬৩। মারুগি।

৩৬৪। মালাবভী।

৩৬৫। মৃগরাজনিধি।

৩৬৬। মৌক্তিক।

৪১৪। লছমী বাহার।
৪১৫। লোভা।
৪১৬। ললীতা।
৪১৭। লঘুকীব।
৪১৮। লক্ষ্মীশ।
৪১৯। লঘু।
৪২০। লঘুচচ্চরী।
৪২১। লঘুশেখর।
৪২২। লয়তাল।
৪২৩। ললিত।
৪২৪। ললিতপ্রিয়।
৪২৫। লীলাতাল।
৪২৬। লীলাবিলাস।
৪২৭। লগ্নমঞ্চ।
৪২৮। লুব্ধ।
৪২৯। লোমকরন্দ।

"শ"

৪৩০। শ্লথলিতালী।
৪৩১। শ্রীশেখরতাল।
৪৩২। শঙ্করতাল।
৪৩৩। শোলফতাল।
৪৩৪। শুধাতাল।
৪৩৫। শ্রীঅঙ্গ।
৪৩৬। শ্রীরঙ্গ।
৪৩৭। শুরঙ্গলীলা।
৪৩৮। শ্রীকুৎতাল।
৪৩৯। শম।
৪৪০। শরভলীলক।
৪৪১। শাঙ্গীদেব।
৪৪২। শিবতাল।
৪৪৩। শ্রীকান্তি
৪৪৪। শ্রীকীর্ত্তি।
৪৪৫। শ্রীনন্দন।
৪৪৬। শচীপ্রিয়।
৪৪৭। শঙ্খ।
৪৪৮। শরভরাজ।
৪৪৯। শৌনক।
৪৫০। শ্রীকণ্ঠ।
৪৫১। শ্রীকান্ত।
৪৫২। শ্রীনন্দী বর্দ্ধন।

"ষ"

৪৫৩। ষন্মঞ্চ।
৪৫৪। ষটতাল।
৪৫৫। ষট্ পিতা পুত্রক।
৪৫৬। ষটকলা।

"স"

৪৫৭। সোয়রী।
৪৫৮। সুরফাক্তা।
৪৫৯। সান্তি।
৪৬০। সারঙ্গ।

—:০:—

তবলা তরঙ্গিনী

ও

মৃদঙ্গ-প্রবেশিকা

নামক পুস্তকদ্বয় সঙ্গীতাধ্যাপক শ্রীযুক্তবাবু প্রসন্নকুমার সাহা বণিক্ মহাশয়ের নিকট হইতে আমি পাবলিসার অর্থাৎ প্রচারক নিযুক্ত হইয়াছি অতএব সঙ্গীতানুরাগী ক্রেতাগণ উল্লিখিত পুস্তক দুইখানি আমার নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাইবেন। সকল স্থানেই পুস্তক ভিঃ পিঃ ডাক যোগে পাঠাইয়া থাকি। ডাকমাশুল গ্রাহকের দিতে হয়। পুস্তকের ব্যবসায়ী পাইকারগণ একত্রে ২৫ খানা বহি খরিদ করিলে উপযুক্ত কমিশন দেওয়া হয়। তবলা তরঙ্গিনীর মূল্য ১।০ ধার্য্য হইয়াছে।

বিনীত—শ্রীমদনমোহন দে সরকার।

(সন্তোষ প্রেস) বনগ্রাম রোড, ঢাকা।

শ্রীহরিদাস সাহার

এই এক অদ্ভুত আবিস্কার

আশুতোষ বটিকা।

ইহা পুরাতন জ্বর, প্লীহা এবং লিবারের পক্ষে

অদ্বিতীয় ফলদায়ক।

দুই দিনে অসাধ্য জ্বর ও দুই সপ্তাহে প্লীহা লিবার সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য।

এই ঔষধ সেবন করিয়া দেশ বিদেশের কত কত আর্ত্ত রোগী পুনঃর্জীবন পাইয়াছেন তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই ঔষধই রহিয়াছে। যদি ঔষধে বিশ্বাস না হয় অগ্রে বিনামূল্যে দিব কিন্তু রোগান্তে মূল্যের চতুর্গুণ দিতে হইবে তজ্জন্য বিশ্বাস যোগ্য ৪টী লোকের স্বাক্ষর চাই।

মফস্বলের অর্ডার পাওয়া মাত্র ঔষধ ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাই।

প্রাপ্যস্থান—২৪নং যোগীনগর, ঢাকা।